জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আক্রান্ত আরও দুই

বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালের নার্স ও হাউস স্টাফের দেহে মিলল নিপা ভাইরাস। দুজনকেই বেলেঘাটা আইডিতে নিয়ে আসা হয়েছে। নমুনাও পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য

নামবে তাপমাত্রা

আজ থেকে ফের নিম্নমুখী হচ্ছে পারদ। ১৫ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতের আরও একটি স্পেল চলবে। উত্তুরে হাওয়ার জেরে শীতের দাপট বজায় থাকবে আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। বিকেলের পর ঠান্ডার অনুভূতি বেশি

অগ্নিগর্ভ ইরান, ভারতীয়দের সেই দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিল কেন্দ্র

কেন ৬ সন্তান? তাই শুনানির নোটিশ নির্বাচন কমিশনের

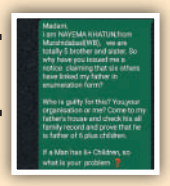

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩১ ● ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১ মাঘ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 231 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 15 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা...

কালীঘাটে বগলামুখী মায়ের মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন রিনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইমন চক্রবর্তী। বুধবার।

মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পাঁচালি হাতে নিয়ে

অভিনেতা রঞ্জিতের বাড়িতে অভিষেক

প্রতিবেদন : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ১৫ বছরের কাজের খতিয়ানস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে উন্নয়নের পাঁচালি। সেই পাঁচালি জনদরবারে প্রচারের জন্য দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু দলীয় সতীর্থদের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি। এবার নিজেও উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে পথে নেমেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বুধবার উন্নয়নের পাঁচালি পৌঁছে দিলেন অভিনেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ রঞ্জিত মল্লিকের কাছে।

বুধবার বিকেলে পরষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে যান রঞ্জিত মল্লিকের গলফ ক্লাব রোডের বাড়িতে। সেখানে পৌঁছে তিনি বলেন, কথা দিয়েছিলাম সাড়ে চারটেয় আসব। তাই এসেছি। সাংসদ এদিন রঞ্জিত মল্লিকের স্ত্রী দীপা মল্লিককে প্রণাম করেন। এরপর অভিনেতার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিষেক। সেখানেই অভিনেতার হাতে তুলে দেন রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের কাজের খতিয়ান উন্নয়নের পাঁচালি। সেই সঙ্গে বর্ষীয়ান অভিনেতার হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং প্রকাশ করেছেন রাজ্যের 'উন্নয়নের পাঁচালি'। রাজ্য জুড়ে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে, পাড়ায় পাড়ায়, ব্লকে ব্লকে প্রচার চলছে এই পাঁচালির। (এরপর ৭ পাতায়)

সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের হাতে তুলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভ্রমণ

চলো যাই চলো যাই
ভ্রমণের পথে যাই।
মৌমাছি, প্রজাপতির
দেখা যে আর নাই।
কান পাতো জঙ্গলে
শুনতে পাবে ঝিঁঝির ডাক
চলেছে হাতির দল
বাইসনের পরিবার
দলবেঁধে খাবার সংগ্রহে
জঙ্গল ওদের অধিকার।
পাহাড়ে যাও, সূর্য দেখো
কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে থাকো
পর্বত-নদী-সমুদ্র-পাহাড়
সবাই প্রকৃতি, সৌন্দর্য বাহার।
সমুদ্রের ঢেউ গুনতে চাও
যাও সমুদ্রে কান পেতো ভাই।
নদীর খেলা
মাছের বেলা
পাখির দোলা
ভ্রমণ চলা।

কালীঘাটের বগলামায়ের মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : মকর সংক্রান্তির শুভক্ষণে বুধবার বগলামায়ের মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীর দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করলেন, পুজো দিলেন। সকলের জন্য মায়ের আশীর্বাদ চাইলেন। এবং সুখ, শান্তি, সৌহার্দ্য প্রার্থনা করলেন। পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, মানুষের জীবনের মূল ধর্মই হল আস্থা-ভরসা ও বিশ্বাস রক্ষা করা। মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট মুছে দিতে মা যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাংলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকুক। সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্দিরে ছিলেন ভ্রাতৃবধূ রিনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী ইমন চক্রবর্তী।

কাল মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস

প্রতিবেদন : শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় প্রস্তাবিত মহাকাল মহাতীর্থ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পর্যটন মানচিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতেই এই মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ। পরদিন, ১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী

উদ্বোধন সার্কিট বেঞ্চেরও

জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের উপস্থিত থাকার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর এই দুই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। মাটিগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় সাজ-সাজ রব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ ও স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা অনুষ্ঠানস্থলের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মহাকাল মন্দির নির্মাণ প্রকল্পকে ঘিরে মানুষের প্রবল উৎসাহ। প্রশাসন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আয়োজন করছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

মুখ পুড়ল গদ্দারের

নবান্নের সামনে ধরনা নয় : কোর্ট

প্রতিবেদন : নবান্ন-অভিযান নিয়ে অনুমতি চাইতে গিয়ে আদালতে মুখ পুড়ল বিজেপির। বুধবার তাঁদের আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে দিল। সেই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল— নবান্নের সামনে কোনও ধরনা দেওয়া যাবে না। এদিন স্পষ্ট ভাষায় রাজ্য বিজেপিকে তা জানিয়ে দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। শুক্রবার নবান্নের সামনে বিজেপির ধরনা নিয়ে বিচারপতির মন্তব্য, নবান্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র। সেখানে ধরনা দিলে আইনশৃঙ্খলা এবং যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফলে ওই (এরপর ৭ পাতায়)

রেকর্ড ভিড়, আধুনিক ব্যবস্থা, দক্ষ হাতে গঙ্গাসাগর সামলাচ্ছেন অরূপরা

প্রতিবেদন : আজ বুধবার ছিল মকর সংক্রান্তি। এই দিনই সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। এদিন ভোর থেকে শুরু হয়ে যায় মকরস্নান। যা বেলা পর্যন্ত চলে। সাগরমেলা উপলক্ষে গোটা মেলা-চত্বরে রাখা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আগাগোড়া তৎপর প্রশাসন থেকে পুলিশ। একাধিক মন্ত্রী গত কয়েকদিন ধরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন গঙ্গাসাগরে। রয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারাও। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস রয়েছেন গঙ্গাসাগরে। গত তিনদিন ধরে মেলা-চত্বর সামলাচ্ছেন অরূপ। মেলায় বিদ্যুতের হালহকিকত থেকে নিরাপত্তা, ব্যবস্থাপনা থেকে খুঁটিনাটি— সবদিকেই কড়া নজর মন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কার্যত একার কাঁধেই তুলে নিয়েছেন মেলার দায়িত্ব। (এরপর ৭ পাতায়)

তীর্থযাত্রীদের পরিষেবার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 January, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৮ চুনী গোস্বামী (১৯৩৮-২০২০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম সুবিমল গোস্বামী। মাত্র ন'বছর বয়সে যোগ দেন মোহনবাগান জুনিয়র টিমে। আজীবন মোহনবাগানেই থেকে গিয়েছেন। শোনা যায়, জে সি গুহ ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ষাটের দশকে বাজারে ঝড় তোলা ফিয়াট গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও 'সবুজ-মেরুন ঘর' থেকে ভাঙানো যায়নি চুনীকে। শোনা যায়, প্রথম মোহনবাগান জার্সি গায়ে ওঠে ভাগ্যের জোরে। অন্য দু'জন অনুপস্থিত থাকায় তিনি জার্সি পান। চুনী খেলতে শুরু করলেন ইনসাইড-লেফ্ট হিসেবে এবং শুরু হল এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে এমন 'অলরাউন্ডার' সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না। দেশের ইতিহাসে সম্ভবত সেরা ফরোয়ার্ড, সীমিত দক্ষতা নিয়েও ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল এক ক্রিকেটার। নমুনা? ১৯৬২-তে তিনি তখন হায়দরাবাদে। একই সঙ্গে আইএফএ এবং সিএবি থেকে টেলিগ্রাম পেলেন। দু'টি রাজ্য দলেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন। যোগ দিতে হবে। শুনলে অনেকে অবাক হয়ে যেতে পারেন, তিনি কিন্তু ক্রিকেট দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। মোহনবাগান টানা তিনবার ডুরান্ড কাপ জেতে তাঁর নেতৃত্বে। একবার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব পুলিশের ডুরান্ড ফাইনালে

বিশেষ অতিথি হয়ে এসে দেখলেন চুনী ওয়ার্ম-আপ করছেন। রাষ্ট্রপতি বলে উঠলেন, ''ওহ, আবার চুনী! ফাইনাল খেলাটা তো দেখছি তুমি অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছ।'' পনেরো বছর মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন। ছ'টি ডুরান্ড এবং দশবার কলকাতা লিগ জয়ী দলের সদস্য তিনি। ১৯৫৬ অলিম্পিক্সে উপেক্ষিত হলেও দ্রুতই টোকিও এশিয়ান গেমসে দলে জায়গা করে নেন। তার পরে আর কেউ তাঁর ফুটবল দক্ষতা অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখায়নি। জাকার্তায় ১৯৬২ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দল সোনা জেতে তাঁরই নেতৃত্বে। সম্ভবত চুনীর ফুটবলজীবনে সেরা প্রাপ্তি। ১৯৬৪ এশিয়ান কাপ এবং মারডেকা টুর্নামেন্টে রানার্স দলের নেতৃত্বেও ছিলেন তিনি। তাঁর দুর্ধর্ষ গতি এবং ড্রিবলিংয়ের সামনে নতজানু হতে দেখা গিয়েছে অনেক বাঘা বাঘা ডিফেন্ডারকে। সঙ্গে দুরন্ত ট্র্যাপিং, সুচতুর পাসিং। কেউ কেউ মনে করেন, সেই সময়ে চুনীর ড্রিবলিং ছিল ব্রাজিলীয় কিংবদন্তিদের সঙ্গে তুলনীয়।

২০০৯ তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯) এদিন প্রয়াত হন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' মুক্তি পায় ১৯৫৪-তে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরের দুই ছবি 'উপহার' এবং 'টনসিল'ও দর্শকদের মন জয় করতে সফল হয়নি। এরপর তিনি পরিচালনা করেন 'কাবুলিওয়ালা'। ১৯৫৭ সালে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো শুরু হলে তপন সিংহের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বেশ কয়েকটি ছবি করেছিলেন— 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ'। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তাঁর 'লৌহ কপাট', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'ঝিন্দের বন্দি', হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'হাটেবাজারে', 'সাগিনা মাহাতো', 'এখনই',

'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'গল্প হলেও সত্যি', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'হুইলচেয়ার', 'নির্জন সৈকত', 'জতুগৃহ', 'আরোহী', 'সফেদ হাথি', 'জিন্দগি জিন্দগি', 'এক ডক্টর কি মৌত'-এর মতো ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সম্পদ। দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তপন সিংহ। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য তিনি অনেকবার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০৬ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০০১ উইকিপিডিয়া এদিন যাত্রা শুরু করে। নামকরণ হয়েছে উইকি ও এনসাইক্লোপিডিয়া এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানে বিশ্বকোষ। আর উইকি মানে, যে ওয়েবসাইট বা ডেটাবেস সম্মিলিতভাবে অনেক মানুষ বা ব্যবহারকারীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, এবং যেখানকার কনটেন্ট যে কোনও ব্যবহারকারীই এডিট করার ক্ষমতা রাখে, কিংবা নিজেরাই নতুন কোনও কনটেন্ট যুক্ত করতে পারে। এই মুহূর্তে উইকিপিডিয়া ইন্টারনেট দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় রেফারেন্স সাইট।

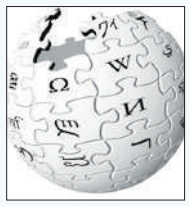

১৮৭৫ কলকাতায় এদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রকাশ শুরু। ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবার্ট নাইট, যিনি তার আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি দ্য স্টেটসম্যান এবং দ্য ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়াকে সংযুক্ত করে দ্য স্টেটসম্যান নামেই প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দ্য স্টেটসম্যান-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দ্য ইংলিশম্যান পত্রিকা। ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত স্টেটসম্যান একটি ব্রিটিশ কর্পোরেট সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হত।

১৪ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৭৮৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৭৬	৮৯.১৮
ইউরো	১০৫.৯৭	১০৩.৮৩
পাউন্ড	১২২.২২	১১৯.৮৫

নজরকাড়া ইনস্টা

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

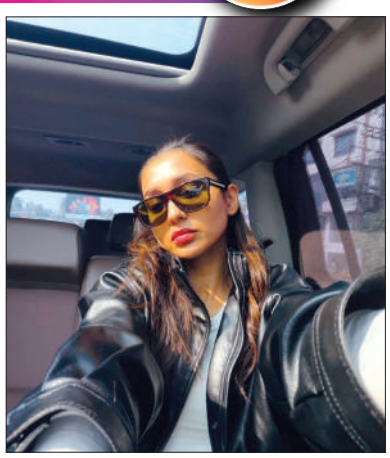

মিমি চক্রবর্তী

কর্মসূচি

উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেলিম লস্করের নেতৃত্বে যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে গিয়ে নাগরিকদের কাছে তুলে ধরলেন বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের যুগান্তকারী উন্নয়নের কর্মকাণ্ড। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, যুগদিয়া তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইউনুস আলি মল্লিক-সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানরা। শুনলেন এলাকার মানুষের কাছে অভাব-অভিযোগের কথাও।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৫

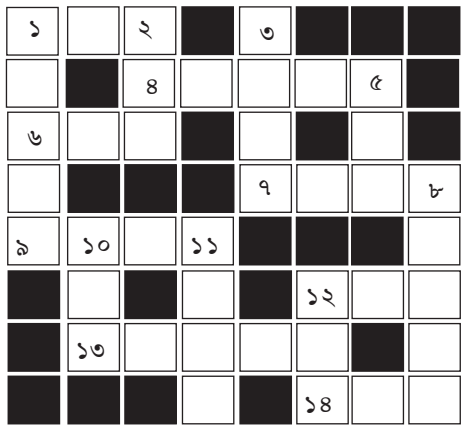

পাশাপাশি : ১. পার্বত্য অঞ্চলবিশেষ ৪. তত্ত্বাবধান ৬. সযত্নে পালন ৭. তরলনয়ন ৯. মাপ অনুযায়ী ১২. উপাধান ১৩. জেলে যাওয়া ১৪. অকরণ।

উপর-নিচ : ১. মক্কা শরিফ ২. সেইক্ষণে, সেই সময়ে ৩. জটিলতা ৫. অশ্বারোহী সৈন্যদল ৮. দুগ্ধজাত চিনি ১০. বোধিসত্ত্ববিশেষ ১১. আমার বিফল-রাশি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৪ : **পাশাপাশি :** ১. ঊর্ধ্বকমা ৩. সংখ্যা ৫. নীর ৭. বীথিকা ৮. শতাঙ্গ ১০. আলাপ ১২. রিসালা ১৪. দফা ১৭. মনিষ ১৮. কপালিকা। **উপর-নিচ :** ১. উহিনী ২. মানবী ৩. সংকাশ ৪. খ্যাতি ৬. রঙ্গিলা ৯. তাগিদ ১১. পরিশেষ ১৩. লাজুক ১৫. ফাটকা ১৬. জ্যাম।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

15 January, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

কালীঘাটে বগলামুখী মায়ের মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী

প্রয়াত গায়ক অর্ঘ্য সেন
শোক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নক্ষত্রপতন। বুধবার সকালে প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী অর্ঘ্য সেন। ৯০ বছর বয়সে তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনার জগতে পথ চলা থামল। শিল্পীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীত মহল। সমাজমাধ্যমে শোকবার্তা পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্সে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেনের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর চলে যাওয়া বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। অর্ঘ্য সেন শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নন, তিনি এক অনুভূতির নাম। ১৯৯৭ সালে তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। 'টেগোর ফেলো' সম্মানও দেওয়া হয় তাঁকে। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বুধবার সকালে সকলকে বিদায় জানিয়ে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

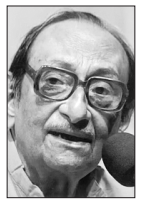

বিজেপির দলদাস কমিশনকে নিশানা

অপরিকল্পিত সার-এ টার্গেট মহিলারাই

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিক। ডানদিকে, সিইও-কে ডেপুটেশন তৃণমূলের পাঁচ প্রতিনিধির। বুধবার।

প্রতিবেদন : অপরিকল্পিত এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার চক্রান্ত চলছে। বিজেপির দলদাস কমিশন এই কাজে বিশেষভাবে টার্গেট করেছে মহিলাদের। বুধবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে একযোগে নিশানা করলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিক। এরপর তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচনী অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে জানায়, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বাঁকুড়ার ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়, একজন ব্যক্তি অনলাইন বা অফলাইন ক'টা ফর্ম-৭ জমা দিতে পারবে তা জানাতে হবে। ভোটাররা কষ্ট করে নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও কেন রিসিভ কপি পাচ্ছেন না? আমরা বলেছি, রিসিভ কপি দিতে হবে। ইআরও-র উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, মানস ভুঁইয়া, সায়নী ঘোষ ও সমীর চক্রবর্তী।

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাঁকুড়ায় বিজেপির চক্রান্তের পর্দা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। গাড়িভর্তি এসআইআর ফর্ম ৭ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? বমাল ধরা পড়েছেন বিজেপি নেতারা। স্পষ্ট, এর পিছনে রয়েছে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। বৈধ ভোটারকে অবৈধ বানানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে কমিশন ও বিজেপি ভিনরাজ্যের ভোটারদের নাম ঢোকানোরও চেষ্টা করেছে। সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, টিএন সেশনের সময় যে গরিমা ছিল, তা আজকের নির্বাচন কমিশনের নেই। সেই গরিমাকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। স্বয়ংশাসিত সংস্থাকে বিজেপির দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার হার অন্য রাজ্যের তুলনায় কম দেখে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র মতো নতুন নিয়ম আনা হয়েছে। শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কেন? একজন বিএলও ১০টি ফর্ম ৭ জমা দিতে পারেন। তাহলে হাজার হাজার ফর্ম এল কোথা থেকে? পার্থ বলেন, হিটলারি কায়দায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি নেতারা যখন দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন, তখন কমিশন যেন সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। কিন্তু এটা বাংলা। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। এখানে এই অপচেষ্টা আটকাবই।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 January, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

এটা বাংলা

এসআইআরের নামে কোন পর্যায়ে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল বুধবার। মুর্শিদাবাদের নায়েমা খাতুন সমাজমাধ্যমে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন রেখেছেন সীমা খান্নার কাছে। কে এই সীমা খান্না? যিনি বাংলার দেড় কোটি মানুষকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির মুখে ফেলেছেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে নায়েমা লিখেছেন, আমরা পাঁচ ভাইবোন। তাহলে আপনি আমাকে কেন এমন একটি নোটিশ পাঠিয়েছেন? যে নোটিশে জানতে চাওয়া হয়েছে এসআইআর ফর্মে আরও ৬ জন আমার বাবার নাম কেন যুক্ত করেছে? এর জন্য দায়ী কে? আমার বাড়িতে আসুন এবং প্রমাণ করুন যে আমার বাবা ৬ জনের বেশি সন্তানের পিতা। যদি একজন মানুষের ৬টি সন্তান থাকে তাহলে আপনার সমস্যা কোথায়? আপনি ভোটার তালিকা সংশোধন করছেন নাকি সমাজ সংশোধনে নেমেছেন? এটাই হচ্ছে এসআইআরের আসল রূপ। নোটিশ কাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে এটা তার প্রমাণ। মানুষকে হয়রান করা এবং নাম বাদ দেওয়ার নতুন নতুন চক্রান্ত। কিন্তু কমিশন শুধু ভুলে গিয়েছে এটা দিল্লি-মহারাষ্ট্র নয়, এটা বাংলা।

e-mail থেকে চিঠি

এআই চিন্তা চমৎকার

সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস বলে যে, বহু আবিষ্কার কিছু পুরোনো জিনিস এবং অভ্যাসকে বাতিল করেছে। যেমন গোরুর গাড়ির জায়গা নিয়েছে মোটর গাড়ি। স্টিম ইঞ্জিনের জায়গা নিয়েছে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন। মেট্রোরেলের কাছে হেরে গিয়েছে ট্রাম। দাঁড়টানা নৌকার জায়গা নিয়েছে স্টিমার। বহু শহর সাধারণ বাস, পেট্রল বা ডিজেল চালিত গাড়ি বাতিল করে এনেছে ইলেক্ট্রিক গাড়ি। হস্তচালিত তাঁতের জায়গা নিয়েছে পাওয়ার লুম। নগদ লেনদেনের পরিসর ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে, বাড়ছে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রচলন। এটিএম মেশিনকে তো টাকার গাছ মনে হয়েছিল! এইভাবে কাগজ-কলম (ফাউন্টেন পেন) এসে, তালপাতায় ভুষোকালিতে খাগের কলমে লেখালেখিকে মান্ধাতার আমলের কারবার বলেছিল। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই দিতে পারি। নতুন জিনিস এসে কিছু পুরোনো জিনিস এবং ব্যবহার বদলে দিলে সাধারণভাবে কোনও ক্ষতি নেই। আবার এখানেই উদ্বেগের কারণ। কেননা, যুগান্তকারী প্রতিটি আবিষ্কার এবং জিনিসের প্রবর্তন অসংখ্য মানুষের জীবিকার ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। নতুনকে গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং প্রশিক্ষণ জরুরি। ব্যাপারটা ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই যে ট্রানজিশনাল পরিস্থিতি, এইসময়ে দেশ জুড়ে স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বা দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব সৃষ্টি হওয়ার মারাত্মক আশঙ্কা থাকে। এর বড় কারণ সেই মুহূর্তে বাজারে এসে পড়া কাজের সুযোগ গ্রহণের উপযোগী প্রশিক্ষিত লোকজন তখন বিশেষ থাকে না। অন্যদিকে, বহুদিনের পুরোনো কাজগুলি অনেকাংশে সেকেলে বা অচল হয়ে পড়ে। আমাদের মনে থাকতে পারে, গত শতকের আশির দশকে কম্পিউটারাইজেশন ভারতবাসীর জীবন-জীবিকার সামনে এক বৃহৎ প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। এনিয়ে কমবেশি সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং রাজ্য সরকার তো কম্পিউটারের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করে দিয়েছিল। যাই হোক, পরে অবশ্য বাংলার যুব শ্রেণিই কম্পিউটারাইজেশনের সুবিধা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে। এই বিষয়ে উন্নত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী দেশে ও বিদেশে মোটা বেতনের চাকরি করছেন। আর কম্পিউটার এবং তার যন্ত্রাংশের শিল্প-ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে এই বঙ্গে, এই দেশে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির এই নিয়মেই এবার আসরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ইতিমধ্যেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার দরুন অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে একাধিক জীবিকা। বিষয়টি সরকার এবং সরকারের পরামর্শদাতাদেরও নজর এড়ায়নি। দেশের শীর্ষ নীতি নির্ধারক সংস্থা নীতি আয়োগের একটি রিপোর্ট বলছে, এআই-এর ধাক্কায় ভারতে দৈনিক কাজ হারিয়েছেন গড়ে ৫০০ জন কর্মী। তাদের আশঙ্কা, এই ব্যাপারে অবিলম্বে সতর্ক না-হলে ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারাতে পারেন। তাই নিচের দিকের পাঠ্যক্রমেই 'এআই' অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি যাতে নতুন কর্মসংস্থানের পরিসরও চওড়া হতে পারে।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এসআইআর আসলে কী?
সাইলেন্ট ইন্টিগ্রেটেড রিগিং নাকি সাউন্ড অফ ইমেজারেবল রাভেজেস?

ভোট-চোররা অতি-সক্রিয়। অকারণে হেনস্থা বাড়ছে। বাড়ছে এসআইআরের কারণে মৃতের সংখ্যাও। এই এসআইআর আসলে কী? লিখছেন **সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়**

এসআইআর যে স্পেশাল ইন্টেসিভ রিভিশন বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নয়, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল, এই এসআইআর প্রক্রিয়া হল সাইলেন্ট ইন্টিগ্রেটেড রিগিং বা নীরব নিবিড় ভোট জালিয়াতি।

এখন এই মাঘের গোড়ায় এসে মনে হচ্ছে, এ হল সাউন্ড অফ ইমেজারেবল রাভেজেস অর্থাৎ অপরিমেয় ধ্বংসের শব্দ।

যদি মনে হয়, ভুল কিছু বলছি, তাহলে, দয়া করে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলো ঝালিয়ে নিন। দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।

শুধু গত কয়েকদিনের ঘটনা।

১৪ জানুয়ারি, ২০২৬।

বাঁকুড়ার খবর : খাতড়া মহকুমার ঘটনা। ফর্ম-৭ বোঝাই গাড়ি আটক। পুলিশের হাতে গ্রেফতার বিজেপির তিন কর্মী। ধৃতদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, বেআইনি ভাবে সরকারি নথি নিয়ে যাওয়া, সরকারি নথি জালিয়াতি ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় নথি জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩১৮(২), ৩১৯ (২), ৩৩৬(২), ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০(২) এবং ৬১(২) নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ভোটার তালিকায় কোনও নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা বা মৃত বা স্থানান্তর হওয়া ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে ব্যবহৃত হয় 'ফর্ম-৭'। সেগুলো গাড়িতে বহন করার 'অপরাধে' বিজেপির দলীয় কর্মীদের গ্রেফতারি।

ধৃতেরা জামিন-পাওয়া মাত্র আদালত চত্বরেই ভোট চোরদের মিছিল। ভাবখানা এমন যেন, আদালতে জামিন হওয়ার অর্থ ধৃতেরা নির্দোষ!

ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। কে বা কারা 'ফর্ম-৭' পূরণ করে জমা দেওয়ার চেষ্টা করছিল তা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। তারপর এর বিচার হবে।

ওই ১৪ জানুয়ারির আর-একটি ঘটনা।

ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহর।

স্কুলশিক্ষক এবং বিএলও স্বামী খাওয়াদাওয়া সেরে কাজে বেরিয়েছিলেন। দুপুরে ভাতঘুম দিচ্ছিলেন স্ত্রী। নিশ্চিন্ত দুপুরে হঠাৎ ছন্দপতন। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন কর্তা। বাড়িতে ঢুকেই স্ত্রীর হাতে এসআইআর শুনানির নোটিশ ধরালেন তিনি। সঙ্গে নিজেও নিজেকে একটি নোটিশ দিলেন। হতভম্ব স্ত্রী খানিকক্ষণ অনিমেষে চেয়ে রইলেন স্বামীর দিকে।

বিএলও-স্বামী ব্যাখ্যা করলেন, এ সবই এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-এর কারণে তৈরি হওয়া 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র খেলা।

বিএলও দেবশঙ্কর জানিয়েছেন, তাঁর বাবার নাম পুলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নামের বানান সঠিক ছিল। কিন্তু এ বার 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' (যুক্তিগত গরমিল)-র কারণে পদবির বানান ভুল দেখানো হয়েছে। অন্য দিকে, স্ত্রীর বাপের বাড়ি নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার মাঝেরগ্রামে। তাঁর বাবার নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়। সেই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র কারণে বাবা-মেয়ের বয়সের পার্থক্য হয়েছে ৫০ বছর। তাই তাঁকেও নোটিশ দিয়েছে কমিশন।

নোটিস পাওয়ার পর অনিন্দিতার প্রাথমিক

প্রতিক্রিয়া বিশেষ 'তাৎপর্যপূর্ণ।' তিনি বলেন, 'নোটিসেই লেখা রয়েছে, কোনও প্রশ্ন থাকলে বিএলও-কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমার স্বামীই এই বুথের বিএলও। নোটিশ তো তিনিও পেয়েছেন।'

এসআইআর কোন হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

এর মধ্যেই চলে এসেছে নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া। একেবারে মরার উপর খাঁড়ার ঘা! এমনিতেই এসআইআরের কাজের চাপে মাস দুয়েক ধরে নাজেহাল ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরওরা। তার উপর এবার তাঁদের জন্য কমিশনের নয়া ফতোয়া। তাতে বলা হয়েছে, চলতি মাস, অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারির মধ্যে শুনানি প্রক্রিয়ার যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। কমিশনের এই তুঘলকি কাণ্ডে রীতিমতো দিশাহারা শুনানির মূল দায়িত্বে থাকা এই ডব্লুবিসিএস আধিকারিকরা।

কারণ, এসআইআরের মূল নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৭ ফেব্রুয়ারি ছিল শুনানি শেষের সময়সীমা। তার সাতদিন পর, অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। কিন্তু তার অনেক আগে শুনানি প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করার ফরমান জারি হয়েছে।

অথচ, বর্তমানে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে এই নির্দেশ কার্যকর বাস্তবে একরকম অসম্ভব। নো-ম্যাপ ভোটার-সহ যে সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটারের নোটিশ ইস্যু করে শুনানি করতে হবে, তাতে স্বাভাবিক বিজ্ঞানের নিয়মেই এত অল্প সময়ে কাজ শেষ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সময়েও এই কাজ শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ। জানাচ্ছেন অন্য কেউ নয়, খোদ ইআরওরা।

এখনও পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৮টি শুনানির নোটিশ তৈরির কাজ শেষ হলেও ভোটারদের পাঠানো হয়েছে তার অর্ধেকেরও কম— ৩২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫১টি। এখনও বিপুল সংখ্যক নোটিশ তৈরিই হয়নি। শুনানির ক্ষেত্রেও এক চিত্র। রাজ্য জুড়ে এ-পর্যন্ত মাত্র ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৯৩ জন ভোটারের শুনানি সম্পন্ন করা গিয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার মতো জেলায় নোটিশ পৌঁছানো থেকে শুরু করে শুনানি প্রক্রিয়ায় বড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে। এক একজনের শুনানি শেষ করতে লেগে যাচ্ছে বিস্তর সময়।

এই পরিস্থিতিতে এমন নির্দেশ সম্পূর্ণ অবাস্তব বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। তাঁদের যুক্তি, এই বিপুল সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটারের তথ্য আগেই সঠিকভাবে সংগ্রহ করে যাচাই করা হলে, এত সংখ্যক শুনানির প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু বিএলওদের স্বল্প সময়ের মধ্যে এইসব সন্দেহজনক ভোটারদের নথি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। বিএলওরা সেই তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করলেও, তা যাচাইয়ের পর্যাপ্ত সময় মেলেনি। ফলে বিপুল সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটারকে এখন শুনানির জন্য ডেকে পাঠাতে হচ্ছে ইআরওদের। শুনানি কেন্দ্র বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভারকেও শুনানির কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও কমিশনের এই তুঘলকি ফরমান কার্যকর করা পুরোপুরি অসম্ভব বলেই মনে করছেন ইআরওরা।

এর মধ্যেই চলেছে মৃত্যুমিছিল, এসআইআর-এর কারণে।

অনিতা বিশ্বাস উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা। ১৯৯৫ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর মায়ের নাম থাকলেও অজ্ঞাত কারণে ২০০২ এর লিস্টে পাওয়া যায়নি। এসআইআর শুনানিতে ডাক পান তিনি। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি শুনানিতে হাজির হন অনিতা বিশ্বাস ও তাঁর পরিবার। সেই দিন প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়া হলেও আধিকারিকদের তরফে কোনও স্পষ্ট উত্তর বা আশ্বাস দেওয়া হয়নি। অনিতা হতাশায় ভুগছিলেন। বারবার বলছিলেন, শেষ বয়সে যদি জেলে যেতে হয়! এরপর ৭ জানুয়ারি অনিতাদেবীর স্ট্রোক হয়। রবিবার মৃত্যু।

এরকম অজস্র মৃত্যুর জন্য দায়ী ভ্যানিশ কুমারের কমিশন।

নিজ দেশের বৈধ নাগরিকদের ওপর এই নৃশংস অভিযান অবিলম্বে বন্ধ হোক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

15 January, 2026 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে অভিষেক

লক্ষ্মী এলো ঘরে, রাখে সরকার মারে কে

মণীশ কীর্তনিয়া

‘রাখে সরকার মারে কে’। সত্যিই তো! বাংলার অসহায় গরিব মানুষগুলোকে যখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে ভাতে মারার চক্রান্ত করেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তখন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মা মাটি মানুষের সরকারই বাঁচিয়ে রেখেছে লক্ষ-কোটি মানুষকে। রাজ্য সরকারের প্রায় ৯৬টি সামাজিক প্রকল্প রয়েছে যা বাংলার প্রায় সাড়ে ১০ কোটি মানুষকে কোনও না কোনওভাবে উপকৃত করছে। অথচ এর কোনও ডকুমেন্টেশন ছিল না এতদিন। এবার হল। করলেন স্বনামধন্য পরিচালক-বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। প্রায় এক ঘণ্টার ডকুফিল্ম তৈরি করেছেন তিনি। ‘লক্ষ্মী এলো ঘরে’। বুধবার দেখানো হল নন্দন (দুই) প্রেক্ষাগৃহে। এই ডকুছবিতে ধরা হয়েছে কীভাবে গ্রামবাংলার আচমকা স্বামীহারা গৃহবধূ জীবনযুদ্ধে বেঁচে যাচ্ছেন মা মাটি মানুষের সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সাহায্য পেয়ে। হৃদরোগে আচমকা স্বামী মারা যাওয়ায় দজ্জাল শ্বাশুড়ি (সোহিনী সেনগুপ্ত) যে বৌমাকে (শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়) তার বাবার সামনে চূড়ান্ত অপমান করে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন, সেই তিনিই বিধবা বৌমা লক্ষ্মী বারুইকে বরণ করে ঘরে তুললেন ভুল বুঝতে পেরে। কারণ সেই বিধবা বৌমাই যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সাহায্যে শ্বাশুড়ির হাঁটুর অস্ত্রোপচার করিয়ে তাঁকে সুস্থ করে ঘরে ফেরান। এখানে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র দেখানো হয়েছে এবং সেখানে ডাক্তার বুঝিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড-এর মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় ৬০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় শ্বাশুড়ির বার্ধক্য ভাতার টাকারও ব্যবস্থা করে দেন। আর এসবের সাহায্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো সুজন সামন্ত (অঙ্কুশ হাজরা)। লক্ষ্মী ছোট

ননদ মঙ্গলাকে (বিয়াস ভট্টাচার্য) যখন কার্যত লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন তাঁর শাশুড়ি, কুচক্রী সরখেলবাবুর (খরাজ মুখোপাধ্যায়) ষড়যন্ত্রে তখন সেই ছোট ননদ বাঁচিয়ে ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সেই বউমাই। সবুজসাথী সাইকেলে সেই মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। আচমকা ঝড়ে বাড়ি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে চাল উড়ে গেলে বাংলার বাড়ি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সুজন ও তার সহযোগীরা তৈরি করে দিচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। আসলে এই ছবির মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলার মানুষকে এই বার্তা এই তৃণমূল কংগ্রেস দিতে চায়, চিন্তার কোন কারণ নেই পাশে আছে মা মাটি মানুষের সরকার। কীভাবে সে কথাই সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। যাতে সকলেই বুঝতে পারেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি শেষে সমস্ত কলাকুশলীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমাদের সরকার কিংবা যে কোনও নির্বাচিত সরকারের কী কাজ সেটা তুলে ধরা উচিত। আমাদের সরকারের ১৫ বছর। গৌরবোজ্জ্বল উন্নয়নের বছর। সেটা যে কোনও ক্ষেত্রে হতে পারে। আমরা মানুষের কাছে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে তুলে ধরছি। এই ডকুতে ৭-৮টি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। ৯৬টি প্রকল্প রয়েছে। শুভশ্রী যে লক্ষ্মী বারুইয়ের চরিত্র করেছেন এরকম অনেকে জানেন না। মঙ্গলাদের জীবন বদলেছে এই সরকার। আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র দেয়নি। রাজ্য সরকার ১২ লক্ষ বাংলার বাড়ি দিয়েছে। আরও ১৮ লক্ষ মানুষকে দেওয়া হবে। বাংলার বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু উন্নয়ন বন্ধ হয়নি। যে আমাদের পাতে ভাত দেয় সে মাথার ওপর ছাদেরও ব্যবস্থা করে।

আপনারা যাঁরা বাংলায় আছেন তাঁরা এই কথাগুলো বলবেন। আপনারা অন্য রাজনীতিক মতবাদের হতে পারেন তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এই কথাগুলো বলুন। এসআইআর চলছে। আমরা এর বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু অপরিকল্পিত এসআইআরের বিরুদ্ধে। ৮০-৮২ জনকে হারিয়েছি। পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বলেন, এই ছবিটা করা দরকার ছিল। কারণ রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ডকুমেন্টেশন করা প্রয়োজন ছিল। ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন সৌভিক ভট্টাচার্য। দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক সাংসদ এবং টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবির কলাকুশলীদের সঙ্গে আলাদা করে একদিন কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, উন্নয়নপর্ব কর্মসূচিতে এই ডকুছবি দেখানো হবে গোটা বাংলা জুড়ে।

রাজ্য
15 January, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের মৃত্যুর প্রতিবাদে পথে নামল হকার্স সংগ্রাম কমিটি। ধর্মতলায় তাঁরা প্রতিবাদ-মিছিল করলেন

৬-এর বেশি সন্তানে আপনার সমস্যা কী?

সীমা খান্নাকে বাংলার মেয়ের প্রশ্ন, সামনে আনলেন অরূপ

প্রতিবেদন : একটি ফেসবুক পোস্ট, একটি আবেদন। বাংলার বহু মানুষের মনের কথা। এসআইআর পর্বে যে হয়রানি চলছে বাংলা জুড়ে, সে-কথাই প্রতিধ্বনিত হল ওই ফেসবুক পোস্টে। নায়েমা খাতুন নামে মুর্শিদাবাদের এক ভোটার সমাজমাধ্যমে আবেদন জানালেন, দেশে অপরিকল্পিত এসআইআরের কুশীলব সীমা খান্নার প্রতি। তুলে ধরলেন কিছু প্রশ্ন। নায়েমা খাতুনের সেই আবেদনই ফেসবুক পোস্টে তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। নায়েমা খাতুনের পোস্টটি শেয়ার করে অরূপ চক্রবর্তী লেখেন, এনআইসি-র ডেপুটি ডিরেক্টর সীমা খান্নাকে বাংলার একজন বোনের পক্ষ থেকে পাঠানো মেসেজ সামাজিক মাধ্যমে পেলাম। সেটাই তুলে ধরলাম সবার সামনে। মাথায় রাখতে হবে যে, এই সীমা খান্নাই হলেন সেই জন, যিনি নেপথ্যের মূল কুশীলব বাংলার দেড় কোটি মানুষকে নির্বাচন

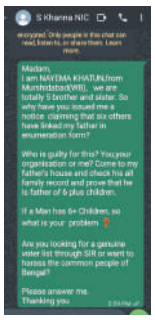

কমিশনের লজিক্যাল ডিস্ক্রেপেন্সি নামক হয়রানির মুখে ফেলার। এর কাজকর্ম সম্পর্কে মানুষকে প্রথম অবগত এবং সতর্ক করেছিলেন আমাদের নেত্রীই।

সমাজ মাধ্যমে নায়েমা লেখেন... ম্যাডাম, আমি নায়েমা খাতুন, মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে বলছি। আমার মোট ৫ ভাইবোন। তাহলে আপনি আমাকে এমন একটি নোটিশ কেন পাঠিয়েছেন, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে, এসআইআর ফর্মে আরও ছ-জন আমার বাবার নাম যুক্ত করেছে? তাঁর প্রশ্ন, এর জন্য কে দায়ী? আপনি, আপনার সংস্থা নাকি আমি? আমার বাবার বাড়িতে এসে তাঁর সমস্ত পারিবারিক রেকর্ড পরীক্ষা করুন এবং প্রমাণ করুন যে তিনি ৬ জনেরও বেশি সন্তানের পিতা। আর যদি একজন মানুষের ৬টিরও বেশি সন্তান থাকে, তাহলে আপনার সমস্যা কী? আপনি কি এসআইআরের মাধ্যমে একটি প্রকৃত ভোটার তালিকা খুঁজছেন নাকি বাংলার সাধারণ মানুষকে হয়রানি করতে চাইছেন? অনুগ্রহ করে আমাকে উত্তর দিন।

হিয়ারিং-হয়রানি, ছাড় দিন প্রবীণদের, জানালেন দেব

ডাক পেয়ে এসআইআর হিয়ারিংয়ে সাংসদ অভিনেতা দেব।

প্রতিবেদন : লজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সির নামে এসআইআর হিয়ারিং-এ কেন ডাকা হচ্ছে, কেন হয়রান করা হচ্ছে, সেটা কি কেউ বুঝতে পারছে না! বুধবার এসআইআর শুনানিতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানালেন সাংসদ-অভিনেতা দেব। তিনি বুঝিয়ে দিলেন গোটা বিষয়টাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর কথায়, এসআইআর এক বছর আগে শুরু হয়নি কেন? কেন নির্বাচনের মুখে এটা করতে হল? সকলেই বুঝতে পারছে কোন উদ্দেশে এটা হচ্ছে। আমার নিবেদন প্রবীণ ও অসুস্থদের অন্তত শুনানিতে ছাড় দেওয়া হোক। কলকাতার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবের এনুমারেশন ফর্মে গন্ডগোল রয়েছে বলে তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়। তলব করা হয় গোটা পরিবারকে। এই ঘটনার পর থেকেই সরব তৃণমূল নেতৃত্ব। দেব বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছি। আমি যে এর আগে বিধানসভা লোকসভায় এতগুলো ভোট দিলাম, তাহলে কি সেগুলো বাতিল? রাজনীতিতে আসার পর থেকে বিপক্ষ দল যেভাবে তাঁকে টার্গেট করেছে এদিন সে কথাও শোনালেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, যাঁরা বয়স্ক মানুষ, হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারেন না তাঁদের কথা ভাবুক কমিশন। বাড়িতে গিয়ে যাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ করা যায়, সেটা কমিশনের দেখা উচিত। তিনি আরও বলেন, জীবিত মানুষকে মৃত বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ এর জবাব দেবে ২০২৬-এ। আবার জিতবে তৃণমূল।

নেতাজির জন্মদিনে জয়েন্ট এন্ট্রান্স 'রিয়েল বানরসেনা' কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী। এবছর আবার একইদিনে পড়েছে সরস্বতী পুজোও। আর ওইদিনই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। নেতাজির জন্মজয়ন্তী ও সরস্বতী পুজোর সঙ্গে একইদিনে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রাখা নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যের শিক্ষা দফতর এনটিএকে দিন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নেতাজির জন্মদিন বাঙালির কাছে আবেগ। সেইসঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন উপলক্ষে রাজ্যের প্রায় সব স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। এমনদিনে বড় মাপের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হলে পড়ুয়াদের চরম অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

কেন্দ্রের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, নেতাজির জন্মদিন! সঙ্গে আবার মা সরস্বতীর আরাধনা! সেইদিন পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে? এতেই প্রমাণিত, এই বিজেপি কতটা বাংলাবিরোধী! নেতাজির জন্মদিনে যেখানে আমরা জাতীয় ছুটির দাবি রাখি, সেইদিন পরীক্ষা? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে এতটুকু সম্মানও করে না। একটা আনকালচারড পার্টি। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে উদযাপনে জয় শ্রী রাম স্লোগান দেয়। একেবারে রিয়েল বানরসেনা!

বুধবার দক্ষিণ দমদমের মতিঝিলে প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা বাংলা ব্যাপি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা মুক্তধারার উদ্বোধন করলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, নাট্য সমালোচক তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান পাঁচু রায়। ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা চলবে জানিয়েছেন আয়োজক সুরজিৎ রায়চৌধুরী।

নিপায় আক্রান্ত আরও ২ ভর্তি বেলেঘাটা আইডিতে

প্রতিবেদন : বর্ধমান মেডিকেল কলেজের একজন নার্স এবং একজন হাউসস্টাফের নিপা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তড়িঘড়ি ওই দুইজনকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তাঁরা। ইতিমধ্যেই তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। জানা গিয়েছে, বারাসাতের যে দুজন নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজনকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই দিন সেখানে চিকিৎসাধীন থাকলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময়ই একজন হাউস স্টাফ ও নার্স তাঁর সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের শরীরে উপসর্গ পাওয়া গিয়েছে বলে খবর।সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আসা চিকিৎসক দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। জানা যাচ্ছে, তিনি বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। কিন্তু কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করে সকলকে সতর্ক থাকার জন্য বার্তা দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিশেষ দল গঠন করেছে স্বাস্থ্য ভবন। গোটা বিষয়টি নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার, কমিশনের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ এবার বিজেপির

সংবাদদাতা, হাড়োয়া: এতদিন বিজেপির এজেন্ট হয়েই কাজ করছিল নির্বাচন কমিশন। এবার সেই কমিশনের বিরুদ্ধেই বিজেপি বিক্ষোভ যেন সংক্রামিত হচ্ছে। বুধবার নির্বাচন কমিশনের ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে গিয়ে ইআরও সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি। যে এসআইআর নিয়ে বিজেপি গলা ফাটিয়েছিল, এবার তার পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিজেপি নেতা কর্মীরা ক্ষোভ বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের কথায়, বিজেপির কোনও ইস্যু নেই, সার করে ভেবেছিল রাজ্য জয় করবে কিন্তু সেগুড়ে বালি দেখতে পেয়েই হতাশ হয়ে গন্ডগোল পাকাচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাড়োয়া ব্লকের ঘটনা, বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা সহ নেতাকর্মী সমর্থকরা নির্বাচনের গাইডলাইন মেনে হাড়োয়া বিডিও অফিসে গিয়ে কয়েকশো সাত নম্বর ফর্ম জমা দিতে গেলে ইআরও নেওয়ার অনুমতি দেননি। এই নিয়ে রীতিমতো তার সঙ্গে তর্কাতর্কি বাগবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়ে বিজেপি নেতা।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত খড়দহের বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতের তালবান্দার বাসিন্দা অলকা বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বুধবার।

৬৭তম জাতীয় স্কুল জিমন্যাস্টিক্সের উদ্বোধনে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকেশ আগরওয়াল, বিজন সরকার, গৌতম পাল-সহ বিশিষ্টরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

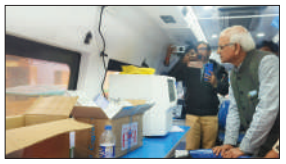

খড়দহে স্বাস্থ্যবন্ধু'র উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

৮৫ লাখের বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম
নিরাপদ-নির্বিঘ্ন পুণ্যস্নান গঙ্গাসাগরে

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : সাগরতীর্থে নির্বিঘ্নে কেটেছে পৌষ সংক্রান্তিতে স্নানযাত্রা। প্রশাসনের কড়া নজরদারির জন্য এড়ানো গেছে বিশৃঙ্খলা। প্রশাসনিক হিসাব অনুযায়ী বিকাল ৩টে পর্যন্ত প্রায় ৮৫ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগর মেলায় উপস্থিত হয়েছেন। এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, গঙ্গাসাগর মেলা রাজনীতির জায়গা নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইআইটির সাহায্যে ভাঙন রোধে কাজ

করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিনরাজ্যের পুণ্যার্থীরাও এই ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মেলায় প্রায় ১৫০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রায় ১০ হাজার কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। পুণ্যার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে যাত্রী সেট, কচুবেড়িয়া থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের গঙ্গাসাগরে পৌঁছে দিচ্ছে ভেসেল। সর্বদিকে নজরদারি রাখা হয়েছে। লাখ লাখ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গঙ্গাসাগর পরিপূর্ণ। তাঁরা পুণ্য সঞ্চয়ের পর যাতে সুষ্ঠুভাবে বাড়ি ফিরতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। গঙ্গাসাগর মেলায় এখনও পর্যন্ত একজন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃত ব্যক্তি আসামের বাসিন্দা মিঠু মণ্ডল। পাশাপাশি অসুস্থ হয়ে পড়া ৫ জন পুণ্যার্থীকে এয়ারলিফট করে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন, মন্ত্রী, আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা রাস্তায় নেমে কাজ করছেন।

■ বুধবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের মেলা সাগর সঙ্গমে। বাঁদিকে সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ভক্তদের।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, মন্ত্রী পুলক রায়, সুজিত বোস, মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, বেচারাম মান্না, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি, সহ-সভাপতি সীমান্ত মালি-সহ পুলিশ আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।

নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় উদ্বোধনে অভিষেক

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের পর এবার নন্দীগ্রামে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেবাশ্রয় কর্মসূচি। নন্দীগ্রাম-১ ও নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে পৃথক দুই ক্যাম্পে সাধারণ মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে এই সেবাশ্রয় কর্মসূচির মাধ্যমে। আজ দুটি মডেল ক্যাম্প দেখতে আসবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই কর্মসূচির উদ্বোধন হবে ভূমিরক্ষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন সেই পরিবারের মানুষদের হাতে। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সেবাশ্রয় কর্মসূচির দায়িত্বে রয়েছেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুজিত রায়, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের কর্মসূচির দায়িত্বে রয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে এই কর্মসূচি চলবে গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে। দুটি ব্লকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে কর্মসূচি থেকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও মানুষ আসতে চাইলে সেজন্য বিভিন্ন ব্লকে ব্লকেও বিশেষ বাসের ব্যবস্থা রেখেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫০ জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী জেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের চণ্ডীপুর ও তমলুকের কয়েকটি অতিথি নিবাসে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, আজ এই সেবাশ্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যরাই। ২০০৭ সালের জমি আন্দোলনের শহিদ হওয়ার ৪২টি পরিবারের মধ্যে ২২টি পরিবার বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে। তারাই আজ দুটি ক্যাম্পের উদ্বোধন করবেন। অভিষেকের এই কর্মসূচিতে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকছে। খোদ বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরূপ হাই ভোল্টেজ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জেলার রাজনীতি টগবগিয়ে ফুটছে। গন্ডগোল এড়াতে নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের তরফ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, নন্দীগ্রামের মানুষের মনে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করছি তাতে প্রমাণ হয়ে যায় আগামী দিনে নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতার জামানত জব্দ হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম পুনরায় তৃণমূলের দখলে আসবে।

এসআইআর-আতঙ্ক, চলন্ত ট্রেন থেকে মরণঝাঁপ বৃদ্ধের

সংবাদদাতা, অশোকনগর : এসআইআরের কারণে ফের মমান্তিক মৃত্যু। শুনানির নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন বৃদ্ধ। মমান্তিক ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের। মৃতের নাম নিখিলচন্দ্র দাস (৬২)। গুমার সুকান্তপল্লির বাসিন্দা। মৃতের পরিবার এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর-সংক্রান্ত নানা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা নিখিলবাবুকে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। বাড়ির লোকজন বারবার ~~বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি~~ উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সারারাত খোঁজাখুঁজি চললেও কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। বুধবার সকালেই মমান্তিক খবর সামনে আসে হাবড়া জিআরপি সূত্রে। খবর পেয়ে জানা যায়, গতকাল রাতেই ২২ নম্বর রেলগেট এলাকায় একটি ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। রেললাইন-সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও নানা অনিশ্চয়তা কীভাবে একজন প্রবীণ মানুষকে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল! ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

■ মৃত নিখিলচন্দ্র দাসের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর।

■ দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের পাশে নিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি পড়লেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে চার্জ গঠন

প্রতিবেদন : কসবা আইন কলেজের গণধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও তার দুই সঙ্গী প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জাইবের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হল আলিপুর আদালতে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার গণধর্ষণের ধারা আনা হয়েছে। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপহরণ, জোর করে আটকে রাখা সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এমনকী নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করা হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি থেকে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

দোকানে আগুন

প্রতিবেদন : শীতের সকালে ফের অগ্নিকাণ্ড শহর কলকাতায়। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে একের পর এক প্লাইউড ও আসবাবপত্রের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় প্রথমে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দোকানগুলিতে বিপুল পরিমাণ দাহ্য মজুত থাকায় আগুন আরও বড় আকার ধারণ করে। হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয়দের নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতার ওই ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচলও সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেশ কিছু সময় পরে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ক্ষয়ক্ষতি কতটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিকের পঠন-পাঠনে ভরসা এখন ভিডিও

প্রতিবেদন : স্যারের কাজে ব্যস্ত শিক্ষকরা ফলে ব্যাহত পঠন পাঠন। ঠিকমতো শেষ হচ্ছে না সিলেবাস। সেই কারণে প্রতিটি বিষয়ের উপর ভিডিও ইউটিউবের মতো মাধ্যমে আপলোড করার কথা ভেবেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার সেই পথে হাঁটতে চলেছে সমগ্র শিক্ষা মিশনও। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক থেকেই এই সুবিধে দেওয়া হবে পড়ুয়াদের। প্রতিটা ক্লাসের জন্য আলাদা করে ভিডিও তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে ৩৮৭ বিষয়ে প্রায় ৪০৪টি ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এই ভিডিওগুলি ইউটিউবে আপলোড করে তার লিংক দেওয়া হয়েছে বাংলার শিক্ষা পোর্টালে। এখনও পর্যন্ত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮৪টি ভিডিও, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১৮৫টি, মাধ্যমিক স্তরে ১৮৬টি ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৮৭টি ভিডিও তৈরি হয়েছে। বাড়িতে বসে মোবাইলে এই ভিডিও দেখে সেল্ফ লার্নিং করা যাবে।

নবান্নের সামনে ধরনা নয় : কোর্ট

(প্রথম পাতার পর)

জায়গায় ধরনা-কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আদালত ধরনার জন্য বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দিয়েছে। বিচারপতির প্রস্তাব, নবান্ন বাস স্ট্যান্ড অথবা চাইলে মন্দিরতলায় সমাবেশ বা ধরনার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আবেদনকারীরা চাইলে এর মধ্যে কোনও একটি জায়গায় তাঁদের কর্মসূচি পালন করতে পারেন।

অভিনেতা রঞ্জিতের বাড়িতে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর) সেই প্রচারেরই অঙ্গ হিসাবে রঞ্জিত মল্লিকের কাছে অভিষেক পৌঁছে দিলেন এই বই। প্রায় সাড়ে ৬টা নাগাদ মল্লিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের একের পর এক সুপারহিট ছবি দেখেছি। সবই ছোটবেলায় দেখা। কী অসাধারণ সব ছবি। আমি তাঁর হাতে রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নের সব কাজের খতিয়ান তুলে দিলাম। রাজ্যের যুগান্তকারী কাজগুলি সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত রয়েছে।

গঙ্গাসাগর সামলাচ্ছেন অরূপরা

(প্রথম পাতার পর) নির্বিঘ্নে মেলা শেষ করতে কোনও কসুর করছেন না। এদিন সকাল থেকেই তৎপর ছিলেন তিনি। কখনও জেলা-সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। সেখানে ছিলেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারাও। দিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। গেলেন বিদ্যুৎ দফতরের কন্ট্রোল রুমে। সেখানে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা খুঁটিয়ে দেখলেন। তারই ফাঁকে বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে সেরে ফেললেন জরুরি কথাবার্তা। আবার কখনও ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিবির পরিদর্শন করে দেখে নেন যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। এক ফাঁকে হাত লাগালেন রান্নাতেও। সবমিলিয়ে সকাল থেকে একার হাতেই সামলালেন পরিস্থিতি। গেলেন কপিল মুনির আশ্রমে। সেখানে নিলেন মহারাজের আশীর্বাদ। এভাবেই সকাল থেকে ছুটে বেড়ালেন গোটা মেলাপ্রাঙ্গণ। তারই মধ্যে বিকেলে রয়েছে সাংবাদিক বৈঠক। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই প্রায় গোটা দিনটা কাটালেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

৮
১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

15 January, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের হয়রানি ■ প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহারে পথে নামেলন মন্ত্রী রায়গঞ্জে অবস্থানে সাধরণ মানুষও

■ দিনহাটায় প্রতিবাদ-মিছিলে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া। (ডানদিকে) হেমতাবাদে অবস্থানে প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন-সহ দলীয় কর্মীরা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার ও রায়গঞ্জ : বিজেপির কথায় চলছে নির্বাচন কমিশন। চক্রান্ত করে এসাআইরের নামে বাংলার বৈধ ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে। কমিশনের এই আমানবিকতায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষও। বৈধ ভোটরদের হয়রানির প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল। জেলায় জেলায় পোস্টার, ব্যানার হাতে নেমেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। চলছে অবস্থানও। এই আন্দোলনে দলীয় কর্মীরাও ছাড়াও যোগ দিয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষও। বুধবার দিনহাটা শহরের সুভাষ ভবন থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে দিনহাটা মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনের এসে শেষ হয়। এরপর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। পরবর্তীতে দিনহাটা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেন তারা। এদিন দিনহাটা ও সিতাই বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পাঁচ বছর মন্ত্রী ছিল নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহারের জন্য কী করেছে? প্রশ্ন তোলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সাংসদ বলেন, হেয়ারিংয়ের নামে হয়রানি চলছে। বিজেপি নেতারা গ্রামে যায় তবে গাছে দড়ি বেঁধে রেখে এর জবাব চাওয়ার কথা বলেন তিনি। এদিকে, উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে হল অবস্থান।

বুধবার উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ বিডিও অফিসের সামনে এক বিশাল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটার তালিকার এই শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক বিডিও অফিসে ডেকে এনে চরম দুর্ভোগে ফেলা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন, জেলা পরিষদের সদস্যা মকলেসা খাতুন এবং হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আশরাফুল আলি-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি জানান, হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ৩২ হাজার মানুষকে শুনানির জন্য বিডিও অফিসে ডাকা হয়েছে।

বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী দম্পতি শুনানি কেন্দ্রে, প্রশ্নের মুখে কমিশন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের বাড়ি গিয়ে শুনানির কথা কমিশন জানালেও তা কার্যকর হল না এখনও। শুনানির নোটিশ পেয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে হয়রানির ছবি প্রতিদিন সামনে আসছে। বুধবারের ঘটনা কমিশনের অবমানবিকতার মাত্রা ছাড়াল। আলিপুরদুয়ারে এস আই আর শুনানিতে রেহাই পেল না প্রতিবন্ধী দম্পতি। জন্মান্ধ বৃদ্ধ সমীর মল্লিক ও তার মূক স্ত্রী শুভাষিণী মল্লিককে বাধ্য হয়ে আসতে হল শুনানিতে। সমীরবাবুর বাড়ি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। জন্ম থেকেই দুচোখে দেখতে পান না সমীরবাবু। এই অবস্থায় মঙ্গলবার সমীরবাবুকে শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। শুধু সমীরবাবুকেই নয়, স্ত্রী সুভাষিণী মল্লিককেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সুভাষিণী দেবীও প্রতিবন্ধী। তিনি কথা বলতে পারেন না। তিনি প্রতিবন্ধী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে অসুস্থ। স্থানীয় বিএলও তাঁদের শুনানির নোটিশ দেয়। নোটিশ পেয়ে তাদের পরিস্থিতির কথা বিএলওকে জনান সমীরবাবু। কিন্তু বি এল ও তাঁদের জানান, নির্বাচন কমিশন ডেকেছে, শুনানিতে না গেলে ভোটার লিস্টে নাম নাও থাকতে পারে। এই কথার পর এক প্রকার বাধ্য হয়ে উপস্থিত হন আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুনানিতে। শুনানিতে হাজির হয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়েছেন সমীরবাবু।

■ শুনানি কেন্দ্রে অন্ধ ও মূক দম্পতি সমীর মল্লিক ও সুভাষিণী মল্লিক।

জলঢাকার জঙ্গলে ফের মুখোমুখি লড়াইয়ে ২ দাঁতাল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দিন চারেক আগে সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিল এক মাকনা হাতি। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার দুপুরে জলঢাকার জঙ্গলে ফের মুখোমুখি সংঘাতে জড়াল দুই বিশালাকায় দাঁতাল। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আম্বাখোলা ঝোড়া সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে চলল এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই এদিন দুপুর দুটো নাগাদ পর্যটক ও পথচারীদের চোখের সামনেই লড়াইয়ে মেতে ওঠে হাতি দুটি। কখনও ঝোড়ার চরে একে অপরের দিকে তেড়ে যাওয়া, আবার কখনো শুঁড় উঁচিয়ে আক্রোশ প্রকাশ— দুই দাঁতালের এই রণাঙ্গন দেখে রীতিমতো হাড়হিম করা পরিস্থিতি তৈরি হয়। একটি হাতি জঙ্গলে ঢুকতে চাইলেও অপরজন বারবার বাধা দিয়ে তাকে আক্রমণ করতে থাকে। পর্যটকদের অনেকের মতেই, দাঁতাল দুটির এমন রণংদেহী মেজাজ সচরাচর দেখা যায় না। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা। খুনিয়া স্কোয়াডের বিট অফিসার দেবাশিস কর্মকার জানান, এই লড়াই সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে কি না, তা এখনই স্পষ্ট নয়। এলাকায় নজর রাখা হয়েছে।

রাজ্যের উদ্যোগে ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা

■ সূচনা মঞ্চে বুলুচিক বরাইক, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ। বুধবার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বর্ণঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হবল ৩৭তম রাজ্য ভাওইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। বুধবার ময়নাগুড়ি জল্লেশ মেলার মাঠ মুক্ত মঞ্চে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি প্রতিযোগিকে নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৭ তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্য মহুয়া গোপ, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়-সহ প্রমুখ। এদিন প্রথমে অতিথিদের বরণ নৃত্যের মধ্য দিয়ে বরণ করে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। এরপর রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এবং প্রতিমা পান্ডের ফটোতে মাল্যদান করা হয়। এরপর মূল মঞ্চে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ-বছরও রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ভাওয়াইয়া গান গাওয়া শিল্পীদের তুলে আনার জন্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর এই উদ্যোগ। এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র রাজবংশী, কোচ রাজবংশী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এখনো এটি সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে।

কুরুচিকর মন্তব্য গদ্দারকে তলব

সংবাদদাতা,মালদহ: তৃণমূল নেতাকে কুরুচিকর মন্তব্য। গদ্দারকে তলব করল চাঁচল থানা। সম্প্রতি মালদহ জেলায় গিয়েছিলেন গদ্দার অধিকারী, সেখানেই এক সভায় তিনি প্রাক্তন পুলিশকর্তা তথা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূনকে আক্রমণ করেন। সেই সভায় করা মন্তব্যের ভিত্তিতেই গদ্দারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁচল থানায় অভিযোগ করেছিলেন প্রসুন। সেইমতোই গদ্দারকে তলব করা হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে গদ্দারকে চাঁচল থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজিরা দিতে হবে। তাঁকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, সত্য তথ্য প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণ পেশ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে নোটিশে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারী ট্রাক চলায় বুধবার ভেঙে পড়ল কংসাবতী নদীতে পাতলাই সেতু। ট্রাকটি মাঝপথে আটকে পড়ে। পুরুলিয়ার হুড়ার জবরড়া অঞ্চলের কেশরগড়–গুড়দা সংযোগকারী সড়কটি এই সেতু হয়েই পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জাতীয় সড়কে ওঠে

আমার বাংলা

15 January, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

দলবদলুকে পাল্টা জবাব দেবাংশুর প্রতিবাদ-মিছিল পরিণত জনজোয়ারে

চন্দ্রকোনা রোডে বিজেপির বিরুদ্ধে মহামিছিলে মিলল মানুষ। ডানদিকে, জনস্রোতে পরিণত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য পেশ করছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। রয়েছেন অন্যেরা।

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির চক্রান্তের পাশাপাশি দলবদলু অধিকারীর কনভয়ে হামলার মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হল তৃণমূল। বিজেপির চন্দ্রকোনা রোড-কাণ্ডের জবাবে পাল্টা বিক্ষোভ মিছিলে পা মেলালেন কয়েক হাজার তৃণমূল নেতা-কর্মী। বুধবার সাতবাঁকুড়া থেকে চন্দ্রকোণা রোড চক পর্যন্ত এই মিছিল হয়। মিছিলে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে হাঁটেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, গড়বেতা বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর নির্মল ঘোষ-সহ জেলার প্রথম সারির নেতারা। তৃণমূল নেতারা জানান, মিছিলে প্রায় ৮ হাজার মানুষের সমাগম হয়। মিছিল থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের শপথ নেন নেতারা। পরে ভিড়ে ঠাসা পথসভায় দেবাংশু বলেন, নিজেদের কর্মীদের নিজেরাই মারধর করল। এরপর নিজেরাই আবার বিক্ষোভের নাটক করল। ইচ্ছে করে বিজেপি পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। এই মিছিল দেখার পর বিজেপিও ভাবছে, চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরা চেষ্টা করছে ৫০টি আসন পেতে। তিনি আরও বলেন, আবার বিজেপি নেতারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছেন। তাঁদের নাটক মানুষ বুঝতে পারছেন। এই জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন সমস্যায় পড়েছিলেন তখন নরেন্দ্র মোদি-সহ বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের দেখা মেলেনি। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, বিজেপির নেতারা পরিকল্পনা করে চন্দ্রকোণা রোড-কাণ্ড ঘটিয়েছে। ইস্যু না পেয়ে বিজেপি নেতাদের নাটক সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন। নির্মল ঘোষ বলেন, আজকের জনসমুদ্র দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। ২০২৬ সালের পর বিজেপি দলটারই অস্তিত্ব থাকবে না।

সার-হয়রানি, বিক্ষোভ পুড়ল শাহর কুশপুতুল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এসআইআর শুনানির নামে ভোটারদের হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত পূর্ব বর্ধমানে। পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের সামনে ধর্না,পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে শামিল হলেন স্থানীয়রা। বিক্ষোভ ও অবরোধ চলাকালীন অমিত শাহের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়। বিক্ষোভ দেখান কেতুগ্রামের ফুঁটিসাকো এলাকার বাসিন্দারাও। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে অযথা হয়রানি করছে সাধারণ ভোটারদের। এক একটি গ্রামের শতাধিক ভোটারকে শুনানির জন্য ৩০-৪০ কিমি দূরে ডেকে পাঠানো হচ্ছে।

নিজেই নিজেকে সারের নোটিশ ধরালেন বিএলও

সংবাদদাতা, বর্ধমান : নিজেই নিজেকে সার-শুনানির নোটিশ ধরালেন বিএলও! এমনকি, স্ত্রীকেও ধরালেন শুনানির নোটিশ! নজিরবিহীন এই ঘটনা দেখা গেল কেতুগ্রামের ১৬৫ নম্বর বুথের বিএলও দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। স্বামীর হাত থেকে নোটিশ পেয়ে বাকরুদ্ধ স্ত্রী অনিন্দিতা চৌধুরী। স্বামী বিএলও হলেও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী অ্যাপে নোটিশ এসেছে।তাই শুনানিতে স্বয়ং নিজে ও স্ত্রীকে নিয়ে হাজির থাকতে হবে বিএলও-কে।পাঁচজনের মতোই তাঁদের নিজেদেরও শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হবে।এই প্রসঙ্গে কাটোয়ার মহকুমা শাসক অনির্বাণ বসু বলেন, বিএলও হলেও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই তাঁকে কাজ করতে হবে। নিজের পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। কেতুগ্রাম বিধানসভার ভোমরকোল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ওই এলাকার কোড়োলা গ্রামে। সেখানকার ১৬৫ নম্বর বুথের বিএলও তিনি। বর্তমানে তিনি কাটোয়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের চৌরঙ্গি এলাকায় স্ত্রী ও এক পুত্রকে নিয়ে থাকেন। দু'জনেরই শুনানির নোটিশ এসেছে। দেবশঙ্কর বাবুর বাবার নাম পুলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে পদবির বানান ভুল থাকায় তাঁকে কমিশন শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে।

শুরু বীরভূম বইমেলা

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বুধবার সিউড়ির ইরিগেশন কলোনির মাঠে শুরু হল ৪৪তম জেলা বইমেলা। জেলার ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থ আধিকারিক সুদীপ মণ্ডল বলেন, এবার বইমেলায় ৮৯টি স্টল হয়েছে। উদ্বোধন করেন প্রচেত গুপ্ত। ছিলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, জেলাশাসক ধবল জৈন প্রমুখ।

হরেক কিসিমের পিঠে নিয়ে শুরু আসানসোলের পিঠেপুলি উৎসব

সংবাদদাতা, আসানসোল : শীতকাল মানেই হরেক রকম খাওয়াদাওয়া। বাংলা তথা বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে হরেক কিসিমের পিঠের পসরা সাজিয়ে শুরু হল চারদিনের পিঠেপুলি উৎসব ২০২৬। উৎসব উপলক্ষে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মহিশিলা কলোনির ক্ষুদিরাম স্ট্যাচু মাঠ। রয়েছে মালপোয়া, পাটিসাপটা থেকে শুরু করে খেজুরগুড়ের পায়েস ইত্যাদির সম্ভার। অংশ নিয়েছেন এলাকার স্থানীয়

বাসিন্দারা। সঙ্গে চার দিনের নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বাস্থ্যশিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে।

সেবাশ্রয়ের ব্যানার লাগাতে গিয়ে নন্দীগ্রামে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীরা

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ভয় পেয়েছে গদ্দার অধিকারী। বাংলা জুড়ে তার মিথ্যাচার, কুকীর্তি যত প্রকাশ হয়ে পড়ছে ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে বিজেপির এই মিরজাফর নেতা। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই পায়ের তলায় জমি হারাতে চলেছে দেখে ওরা তৃণমূলের উপর আঘাত হানতে মরিয়া। ডায়মন্ড হারবারের ধাঁচে বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয় কর্মসূচি। তার ব্যানার টানাতে গিয়েই এবার বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বয়াল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচক ২১ নম্বর বুথ এলাকায় ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য মনোজকুমার সামন্ত ও দলের কয়েকজন কর্মী। নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, সেবাশ্রয়ের প্রচারে ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে ব্যানার-পোস্টারে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা নন্দীগ্রাম।

কেন্দুলির মকর সংক্রান্তি মেলা, পুণ্যস্নান মানুষের ঢল

সংবাদদাতা, কেন্দুলি : পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা-২০২৬ শুরু হল বুধবার। চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। বীরভূমের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বড় এই মেলা এখন বাউল মেলা হিসেবেও চিহ্নিত। আবেগ, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় আজ থেকেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছে কেন্দুলিতে এবং ভোর থেকেই শুরু হয় অজয় নদে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। আখড়ায় আখড়ায় বাউল-কীর্তনের সুরে মুখরিত জয়দেব কেন্দুলি। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে অজয়ের কূলে বসে এই মেলা। দর্শনার্থীদের জন্য অস্থায়ী শৌচাগার,

অজয় নদের তীরে জয়দেব মেলায় মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান ভক্তদের।

পানীয় জলের ব্যবস্থার পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে নিচ্ছিদ্র প্রশাসনিক নিরাপত্তা। লাগানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, সিসিটিভি ও ড্রোন ক্যামেরা। জয়দেব মেলা নির্মল ও সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরদার পদক্ষেপ করা হয়েছে। এবার মেলার থিম জয়দেবের গর্জন প্লাস্টিক বর্জন। অজয়ের তীর জুড়ে মেলা বসলেও হাজার হাজার ভক্ত পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছে জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত রাধাবিনোদের মন্দিরে। ৩৪৩ বছর আগে ১৬৮৩ সালে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ বাহাদুর মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সেখানেই অগণিত ভক্তের ঢল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ নিজে ক্যাম্প করে রয়েছেন। পাশাপাশি রয়েছে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার স্বার্থে ২৪ ঘণ্টা জারি আছে কড়া নজরদারি।

১০
১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

15 January, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কমিশনের অতিরিক্ত চাপ, জেলায় জেলায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিএলওদের গণ-ইস্তফা

ফরাক্কা, মঙ্গলকোট ও মগরাহাটে গণ-ইস্তফা ও স্মারকলিপি দিলেন বিএলওরা। কমিশনের অমানবিকতা নিয়ে দেখালেন বিক্ষোভ। বুধবার।

ব্যুরো রিপোর্ট : নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জোর করে বিএলও-দের দিয়ে একাধিক 'অনৈতিক' এবং 'নিয়ম বহির্ভূত' কাজ করানো হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার জেলায় জেলায় গণ ইস্তফা দিতে শামিল হলেন বিএলওরা। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট, মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা এবং পূর্ববর্ধমানের মঙ্গলকোটে বিডিও অফিসে গিয়ে গণ ইস্তফাপত্র জমা দিলেন ওই ব্লকে কর্মরত প্রায় কয়েকশো বিএলও। কমিশনের অতিরিক্ত কাজের চাপে একের পর এক বিএলওর মৃত্যু, আত্মহত্যার ঘটনা সামনে রেখেও সরব হন তাঁরা। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া বা এসআইআর-এর স্বচ্ছতা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর বিএলও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। ইতিমধ্যে একাধিক বিএলও দাবি করেছেন তাঁদেরকে দিয়ে 'অবৈধ' এবং 'অনৈতিকভাবে' নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিভিন্ন কাজ করানো হচ্ছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে বুধবার ফারাক্কা বিডিও অফিসে গিয়ে ওই বিধানসভা এলাকার সমস্ত বিএলও একসঙ্গে তাঁদের ইস্তফাপত্র জমা দেন। বিক্ষোভরত এক বিএলও মির নাজির আলি বলেন, বিএলও হিসেবে ফরাক্কা ব্লকে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুরুর একদম প্রথম পর্বে আমাদের জানানো হয়েছিল শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত এবং মৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে হবে এবং আসল ভোটারদের নাম তালিকায় রাখার কাজ করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর ফর্ম দেওয়া এবং জমা নেওয়ার পরও আমাদের দিয়ে নিত্যনতুন কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত কাজের জন্য আমাদের কোনও রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না। কেবলমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে কিছু নির্দেশিকা পাঠিয়ে আমাদের নতুন নতুন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আবার কখনও সকালের নির্দেশিকা রাতে বদলে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অনৈতিক কাজের চাপে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট–১ নং ব্লকে গণইস্তফাপত্র নিয়ে হাজির হন শতাধিক বিএলও। এই আরও ইস্তফাপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তার উপর বসে পড়েন তাঁরা। এদিন অনৈতিক কাজের চাপ ও সাধারণ নাগরিকদের হয়রানির অভিযোগ তুলে ব্লক অফিসে এইআরও–র কাছে স্মারকলিপি–সহ গণইস্তফা জমা করার জন্য উস্তিতে মিছিলে অংশ নেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা এলাকার বিএলও–রা। এইআরও তা জমা না নেওয়ায় শতাধিক বিএলও ব্লক অফিসের সামনের রাস্তায় উপর বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

অভিষেকের জনসভার প্রচারে ১০ টোটোর উদ্বোধনে যুব সভাপতি।

জনসভার আগেই গোটা মেদিনীপুর অভিষেকময়

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : আগামী ১৬ জানুয়ারি মেদিনীপুরে আসছেন সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল, শুক্রবার কলেজ মাঠে জনসভা করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর এই সভা নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। চলছে সভামঞ্চ তৈরির কাজ। মঞ্চের ঠিক পিছনেই তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। অপরদিকে শহরের ২৫টি ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে এই জনসভার প্রচার চালাচ্ছে ১০টি টোটো। তারও সূচনা হল বুধবার। দুপুরে সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এই টোটোগুলির উদ্বোধন করেন জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী। আগামী কাল থেকে টোটোর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানান তৃণমূল যুবনেতা।

মকর সংক্রান্তিতে রথে বনভোজন উৎসবে বরাভূমের রাধা বৃন্দাবন চাঁদ

দীপক রাম • পুরুলিয়া

পুরুলিয়ার বরাবাজার ব্লকের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বরাভূম রাজবাড়ির রাধা বৃন্দাবন চাঁদের বনভোজন উৎসব এবারেও মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে বিপুল ভক্ত সমাগমে উদযাপিত হল। রাজকীয় ঐতিহ্য ও সাধারণ মানুষের ভক্তির মেলবন্ধনে শুগনি বাসার জঙ্গল হয়ে উঠল উৎসবমুখর। শনিবার সকালে প্রথা মেনে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে রাধা বৃন্দাবন চাঁদের বিগ্রহ রথে স্থাপন করা হয়। এরপর হরিনাম সংকীর্তন ও ভক্তদের জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে রথ টেনে বরাবাজার শহরের প্রধান সড়ক অতিক্রম করে শুগনি বাসার জঙ্গলের বনের মন্দিরে পৌঁছন ভগবান। ভক্তরাই রথ টেনে নিয়ে যান। এই দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বরাবাজারের সনাতনী ধর্মাবলম্বী কোনও বাড়িতেই এদিন রান্না হয় না। সকলেই উনুন জ্বালানো বন্ধ রেখে বনের মন্দিরে উপস্থিত হন। সেখানেই ভগবানের ভোগ হিসেবে রান্না খিচুড়িকে অন্নপ্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করায় স্থানীয়রা একেই প্রকৃত বনভোজন বলে মনে করেন। দিনভর চলে বনের মাঝে পুজো, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ। খিচুড়ির পাশাপাশি শ্রী শ্যাম কমিটির উদ্যোগে কয়েক হাজার ভক্তকে পায়েস পরিবেশন করা হয়। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বনের ভিতরে অস্থায়ী দোকানপাট বসে, যা এক মেলাময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। সারাদিন ভক্তদের সঙ্গে কাটিয়ে রাধা বৃন্দাবন চাঁদ সন্ধ্যাবেলায় রথে চড়ে ফেরে যান রাজবাড়ি প্রাঙ্গণের মূল মন্দিরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই রথযাত্রা ও বনভোজন উৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং বরাভূমবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পুরুলিয়ার বরাবাজারে রাধা বৃন্দাবন চাঁদের বনভোজনে মানুষ।

১০০ দিনের টাকা দিন

প্রতিবেদন : ১০০ দিনের বকেয়া কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে বহুদিন ধরে। অন্যায়ভাবে বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কোর্টের নির্দেশের পরেও টাকা ছাড়েনি কেন্দ্র। এই অবস্থায় মনরেগা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও টাকা না দেওয়ার কারণে যে মামলা হয়েছিল, বুধবার তাঁর শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, গরিব মানুষই ১০০ দিনের কাজ করেন। তাঁদের হাতে পৌঁছনো জরুরি। ওই অর্থ কিছুতেই আটকে রাখা যাবে না। মনরেগায় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের টাকার ব্যবস্থা করাই আমাদের সকলের লক্ষ্য। গত বছর অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল মনরেগায় বাংলার বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। তারপরেও বাংলার ঘরে টাকা ঢোকেনি।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হচ্ছে

প্রতিবেদন : বৈঠকে কোনও কাজ হল না। ২৭ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হচ্ছেই। ফলে টানা চারদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক পরিষেবা। রাজ্যে পাঁচদিন। প্রভাব পড়বে এটিএম পরিষেবাতেও। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী ও সরস্বতী পুজো। ২৪ জানুয়ারি মাসের শেষ বলে ব্যাঙ্ক এমনিতেই বন্ধ। ২৫ জানুয়ারি রবিবার। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস এবং ২৭ তারিখ ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সংগঠনের দাবি, এক শনিবার কাজ আর এক শনিবার ছুটি— এই নির্দেশ পাল্টানো হোক। সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ হোক। প্রতি শনি ও রবি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকুক। পরিবর্তে কাজের পাঁচদিন অতিরিক্ত ৪০ মিনিট পরিষেবা দেওয়া হবে।

পাটের বদলে প্লাস্টিক কেন? কেন্দ্রের বস্ত্রমন্ত্রীকে শ্রমিক সংগঠন দেবে স্মারকলিপি

মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। বুধবার।

প্রতিবেদন : বাংলার জুট শিল্পকে ধ্বংস করতে নেমেছে কেন্দ্র। পাটের জায়গায় প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এবার কেন্দ্রের বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের কাছে স্মারকলিপি দেবে শ্রমিক সংগঠনগুলি। বুধবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পকে চক্রান্ত করে কেন্দ্র অনেকদিন ধরেই বন্ধের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে গুজরাতে ৫০০০-এরও বেশি প্লাস্টিক কারখানা আছে। কিন্তু খাদ্যশস্য প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে একশো শতাংশ পাটের ব্যাগ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। এইটাই কেন্দ্র মানতে পারছে না। তাই যেকোনওভাবেই পাটের আমদানি বন্ধ করতে চাইছে। এমনকি অসম থেকেও র-জুট আমদানি বন্ধ করে জুটের আকাল তৈরি করেছে। কাঁচা পাট কম হলে ব্যাগ তৈরি হবে না, আর এখানেই ঢুকবে প্লাস্টিকের ব্যাগ। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র প্লাস্টিক ব্যাগ দেওয়া শুরু করেছে, যেখানে পৃথিবীতে ৮০টা দেশ প্লাস্টিক ফ্রি হয়েছে। কেন্দ্রের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদের মতে, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কোনও সাধারণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি 'রাষ্ট্র-অনুমোদিতভাবে পাট শিল্পের গুরুত্ব কমানোর' একটি প্রচেষ্টা। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, যখন পাট শিল্প প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ৯.২২ লক্ষ বেল প্লাস্টিকের বস্তার বরাত দিয়ে সরকার সচেতনভাবে পাটের চাহিদা কমিয়ে দিল। একে তিনি বস্ত্রমন্ত্রকের গত দু'বছরের 'নীতিগত ব্যর্থতা'র চরম পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। এর মধ্যেই মঙ্গলবার মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা চালালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বাণিজ্য, পরমাণু সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা এবং বিদ্যুৎক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী

বিজেপির শাসনে নিরাপত্তা কোথায় পিছড়েবর্গের?

যোগীরাজ্যে দলিত কৃষককে পিটিয়ে খুন করল উচ্চবর্ণের মদ্যপ প্রতিবেশী

লখনউ : জাতপাতের বৈষম্য কী ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যোগীপ্রশাসনের অপদার্থতার কারণে, তার আবার প্রমাণ মিলল বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। বিনা কারণে প্রতিবেশী দলিত কৃষককে পিটিয়ে খুন করল মদ্যপ উচ্চবর্ণের প্রতিবেশী। বাধা দিতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন কৃষকের স্ত্রীও। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের দেহাত জেলায় মালিকপুর গ্রামে। নিহত দলিত কৃষকের নাম দেবকীনন্দন পাসোয়ান (৫০)। খুনে অভিযুক্ত প্রতিবেশী গোবিন্দ সিং। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। ঘটনার পরে গা ঢাকা দেয় হামলাকারীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এলাকায়। নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্য জুড়ে। প্রশ্ন উঠেছে যোগীরাজ্যে পিছড়েবর্গের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে

জানা গিয়েছে, মত্ত গোবিন্দ সিং একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আচমকাই চড়াও হয় প্রতিবেশী দলিত কৃষক দেবকীনন্দনের বাড়িতে। ব্যাপক গালিগালাজ শুরু করে। তীব্র প্রতিবাদ জানান, দেবকীনন্দন এবং তাঁর স্ত্রী মমতা পাসোয়ান। শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ। আচমকাই গোবিন্দ এবং তার স্ত্রী ডেকে আনে কয়েকজন আত্মীয় আর বন্ধুকে। সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দলিত কৃষক দম্পতির উপরে। লাঠি আর লোহার রড দিয়ে পেটাতে থাকে। আক্রান্ত হন দেবকীনন্দনের মেয়ে গোমতীও। গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে গোমতীর ফোন কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হামলাকারীরা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও দীর্ঘক্ষণ দেখা মেলেনি তাদের। এলাকার লোকজনই ছুটে এসে উদ্ধার করেন আক্রান্ত দলিত পরিবারকে। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আক্রান্ত দম্পতিকে। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় কানপুরের হাসপাতালে। সোমবার সেখানেই মৃত্যু হয় কৃষক দেবকীনন্দনের। হাসপাতালেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁর স্ত্রী। জনরোষের চাপে পরে অবশ্য শেষপর্যন্ত মূল অভিযুক্ত-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বেআব্রু মোদির মিথ্যাচার

বিশ্বের প্রথম ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় নেই ভারতের স্থান

নয়াদিল্লি: দেশের শিক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে আরও একবার মোদি সরকারের নির্লজ্জ মিথ্যাচারিতা সামনে এসেছে। মোদি সরকার ও বিজেপির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব বারবারই দাবি করে থাকেন যে, গোটা বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ার জন্য বিদেশ থেকে লক্ষাধিক ছাত্র প্রতি বছর ভারতে আসেন বলেও দাবি জানানো হয়েছে সরকারের তরফে। সরকারি সূত্রের এই দাবিকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে, যেখানে সাফ দাবি জানানো হয়েছে যে, বিশ্বের প্রথম ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই! এই প্রসঙ্গেই বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মন্তব্য, বিশ্বগুরু হওয়ার দাবির বাস্তবতা এটাই। মোদির আমলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আরএসএস-র উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে অবনমিত করা হয়েছে। এরা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং সমালোচনামূলক চিন্তভাবনার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে।

বিশ্বগুরু হওয়ার সাধ মেটাতে শিক্ষার সর্বনাশ

উল্লেখ্য, মোদি সরকারের নতুন শিক্ষানীতি (এনইপি) নিয়ে এর আগেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। দেশের সর্বত্র শিক্ষার গৈরিকীকরণ করতে উদ্যত হয়েই মোদি সরকার গত মাসে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নিয়ে এসেছে বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল ২০২৫। এই বিলের প্রধান লক্ষ্য হল ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এআইসিটিই বা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং এনসিটিই বা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন-র মতো প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটানো। একইসঙ্গে বিরোধী শাসিত সব রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। মোদি সরকারের এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহেই বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের নতুন তোপ মোদি সরকারকে আরও চাপে ফেলবে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

পসকোয় রোমিও-জুলিয়েট ধারা চাইছে শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি : কিশোর-কিশোরীদের প্রকৃত প্রেমের সম্পর্ককে ফৌজদারি বিচার থেকে অব্যাহতি দিতে পস্কো আইনে 'রোমিও-জুলিয়েট' ধারা প্রবর্তন করার আহ্বান জানাল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলল শীর্ষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার বা অন্যপক্ষ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এই আইনটিকে। কিন্তু কী এই রোমিও-জুলিয়েট ধারা? এটি আসলে একটি আইনি ছাড় কিশোর-কিশোরীদের জন্য। সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন সম্পর্ককে, ধর্ষণের অভিযোগ থেকে সুরক্ষা দিতেই এই ধারা।

গান্ধীজির 'হরিজন' শব্দবন্ধেও নিষেধাজ্ঞা হরিয়ানার বিজেপির

নয়াদিল্লি : জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে ফের অবমাননা বিজেপির। এবারে তাঁর 'হরিজন' শব্দবন্ধ ব্যবহারের উপরেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল হরিয়ানার বিজেপি সরকার। শুধু হরিজন নয়, 'গিরিজন' শব্দবন্ধের উপরেও জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির নির্দেশে সে-রাজ্যের মুখ্যসচিবের দফতর এই নির্দেশিকা জারি করেছে মঙ্গলবার। স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে হরিয়ানার রাজ্যে। প্রশ্ন, মনরেগার পর আবার এমন কুৎসিত খেলায় মাতল কেন বিজেপি? লক্ষণীয়, তফসিল জনজাতি মানুষের জন্য 'হরিজন' শব্দবন্ধের প্রচলন করেছিলে গান্ধীজি। লক্ষ্যও ছিল অস্পৃশ্যতাকে মুছে দেওয়া।

নির্যাতন-খুন, তবুও মাঠ ভরাতে বিজেপির ভরসা বাংলার পরিযায়ীরাই

মুম্বই: অমানবিক নির্যাতন, এমনকী খুনও। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়নের চক্রান্ত চলছে বাংলাভাষীদের। তবুও মুম্বইয়ের পুরনির্বাচনে জিততে বিজেপি-শিন্ডেসেনার ভরসা সেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরাই। পুরনির্বাচনের প্রচারে জনসভায় মুম্বইয়ের মাঠ ভরাতে রীতিমতো সমাদর করে তারা নিয়ে আসছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের। অবাক হওয়ারই কথা।

বৃহন্মুম্বই পুরনির্বাচন

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র থেকে একটি নৃশংস ঘটনা উঠে এসেছে, যেখানে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয় বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিককে। শুধুমাত্র বাংলা বলার জন্য জেলে ভরে রাখা, মারধর করা থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মত ঘটনাও সাম্প্রতিক সময়ে মহারাষ্ট্রে বারবার ঘটেছে। অথচ পুরসভা নির্বাচনের আগে ধরা পড়ল এক অদ্ভুত ছবি। দেখা গেল, মুম্বই শহরে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে সভা ভরাতে আনা হচ্ছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদেরই। মহারাষ্ট্রে বিজেপি, শিবসেনার শিণ্ডে শিবিরের জোটকে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে ঠাকরে ভাইদের শিবির। এই পরিস্থিতিতে জনসমর্থন যে তাঁদের পক্ষে রয়েছে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বিজেপি তা প্রমাণ করতে ভিন রাজ্যের শ্রমিক দিয়ে লোক ভরানোর চেষ্টায়। ঘটনায় বাঙালি বিরোধী বিজেপির মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে হারের আশঙ্কা অনুমান রাজনৈতিক মহলের।

বাংলা ভাষার পরিযায়ী শ্রমিক দেখলেই অত্যাচার মহারাষ্ট্রের একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নির্বাচনে সেই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদেরই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বিজেপি। সম্প্রতি মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কে বিজেপির একটি সভায় একাধিক রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের দিয়েই মাঠ ভরায় বিজেপি। আর তা উঠে আসে মুম্বইয়ের একটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে। শিবাজি পার্কের সভায় ১২ জানুয়ারি দেখা যায় প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিকের ভিড়। তাঁদের মধ্যে কেউ দাবি করেন তাঁরা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। কেউ দাবি করেন তারা উত্তর প্রদেশ থেকে কাজের সন্ধানে মুম্বই এসেছেন। আবার দেখা যায় একদল বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদেরও। তাঁরে দাবি করেন, যে বাড়িতে তাঁরা ভাড়া থাকেন সেই বাড়ির মালিকের কথা শুনেই তারা বিজেপির মিটিং শুনতে বাধ্য হয়েছেন।

লালু-তেজপ্রতাপ আবার কি মিলনের ইঙ্গিত?

পাটনা: পিতা-পুত্র ফের মিলনের ইঙ্গিত? নিজের বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদবকে আরজেডি থেকে বহিষ্কার করেছিলেন আট মাস আগে। ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন তাঁকে। সেই লালুপ্রসাদ যাদব মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত দই-চিঁড়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেজপ্রতাপের বাড়িতে গেলেন। তাহলে কি অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটল? বুধবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানে তেজের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, লালুপ্রসাদ যাদব-সহ অন্যরা। দেখা গেল, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুর পাশেই বসে আছেন তেজ। গতকাল মঙ্গলবার লালুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তেজ। সেখানে লালু ছাড়াও তিনি দেখা করেন মা রাবড়ি দেবী এবং ভাই তেজস্বীর সঙ্গে। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ' করার কারণে বড় ছেলে তেজকে দল এবং পরিবার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন লালু। তার পরেই জনশক্তি জনতা দল তৈরি করেন তেজ। গত বিধানসভা ভোটে যে আসন থেকে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি।

তামিলনাড়ুতে পেটে বোমা ফেটে মৃত্যু হস্তিশাবকের

চেন্নাই : সত্যিই বিরল ঘটনা। হাতির পেটের মধ্যে ফেটে গেল বোমা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ২ বছর বয়সের হাতিটি। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভে। বনদফতরের আধিকারিকরা জঙ্গলে টহল দিতে গিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন হস্তিশাবকটিকে। শুঁড় এবং মুখ দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে,

হাতির দল খেতে ঢুকে পড়ে যাতে ফসল নষ্ট না করে সম্ভবত সেই কারণে বনের পথে বোমা ফেলে রেখেছিলেন কৃষকেরা। সেটিকে ফল ভেবে খেয়ে ফেলা মাত্রই বোমাটি ফেটে যায় হস্তিশাবকের পেটে। এই ঘটনায় কালীমুঘু নামে স্থানীয় এক কৃষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে ২০২৪ সালেও কেরলে প্রায় একইরকম একটি ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল একটি হাতির।

ইরান সরকার বুধবারই কার্যকর করতে পারে তেহরানের বিক্ষোভকারী যুবকের মৃত্যুদণ্ড। তা নিয়ে এবার ফের ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। জানালেন, কোনও বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তার পরিণাম ভাল হবে না

গণবিক্ষোভে উত্তাল ইরান, নিহতের সংখ্যা ২৫০০ ছাড়িয়ে গেল

ভারতীয়দের দ্রুত দেশ ছাড়তে পাঁচদফা নির্দেশ জারি বিদেশ মন্ত্রক ও দূতাবাসের

নয়াদিল্লি: খামেনেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইরানের চলমান বিক্ষোভ চরম সহিংস চেহারা নিয়েছে। বিক্ষোভে উত্তাল দেশে নিহতের সংখ্যা ২,৫০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় সেখানে অবস্থানরত সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে দ্রুত ইরান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস। বুধবার এক জরুরি নির্দেশে শিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটক-সহ সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে বাণিজ্যিক বিমান বা অন্য যে কোনও উপলব্ধ উপায়ে ইরান ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে ইরান নিয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকও। পশ্চিম এশিয়ার দেশটির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল গত ৫ জানুয়ারি। ন'দিনের মাথায় বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ফের ইরান নিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করেছেন। কেন্দ্রের তরফে ভারতীয় নাগরিকদের পরামর্শ, নতুন করে বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ওই দেশে যাবেন না। যাঁরা এখন ইরানে আছেন, তাঁদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে পাঁচদফা পরামর্শ। বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকেরা অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ুন। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, পরিবহণের যে মাধ্যম পাওয়া যাবে, তাতেই ভারতীয়দের দেশে ফেরা উচিত। ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রও সবসময় নিজেদের সঙ্গে রাখতে হবে। এই মুহূর্তে ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ ২০তম দিনে পড়েছে। সেদেশের প্রায় ২৮০টি স্থানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। গত মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, বিক্ষোভকারীদের উচিত নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করে নেওয়া। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের জন্য সাহায্য যাবে।

হিংসাত্মক বিক্ষোভের পরিস্থিতিতে ইরান সরকার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার জন্য আমেরিকা ও ইজরায়েলকে দায়ী করেছে। খামেনেই প্রশাসনের তোপ, এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কাতারে অবস্থিত আমেরিকার বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি 'আল উদাইদ' থেকে কর্মীদের বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গত বছরের জুন মাসে ইরানে মার্কিন বিমান হামলার আগেও একইভাবে কর্মীদের ঘাঁটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ফলে সাম্প্রতিক নির্দেশ সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জল্পনাকেই তীব্র করল। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দূতাবাস নাগরিকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে, বিক্ষোভস্থল এড়িয়ে চলতে এবং তেহরানের দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। যাঁরা এখনও নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের দ্রুত তা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি সহায়তার জন্য দূতাবাস ইমেল এবং হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে। ভারতীয় নাগরিকদের সবসময় পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

৭ মাসে হিংসার বলি ১১৬, জানাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঊর্ধ্বমুখী

ঢাকা: ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে নির্যাতন কী ভয়াবহ আকার নিয়েছে তা সেখানকার একটি মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টেই স্পষ্ট। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, গত ৭ মাসে বাংলাদেশে হিংসার বলি হয়েছেন ১১৬ জন সংখ্যালঘু। ২০২৫ সালের ৬ জুন থেকে ২০২৬-এর ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ এবং অন্তত ৪৫টি জেলায় নিরবচ্ছিন্ন হামলা এবং নৃশংসতার পরিণতিতে প্রাণ হারিয়েছেন এই ১১৬ জন। শুধু মৃত্যুর সামগ্রিক পরিসংখ্যান নয়, হত্যাকাণ্ড কীভাবে হয়েছে এবং কত হয়েছে, সেই তথ্য এবং পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে আলাদাভাবে।

ভোটে নামানো হবে এক লক্ষ সেনা

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, টার্গেট কিলিং কিংবা বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে হত্যা করা হয়েছে ৪৮.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে, গণপিটুনিতে মৃত্যু ১০.৩ শতাংশ, বড় ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যু ১২.৯ শতাংশ, হেফাজত বা পুলিশের হাতে এবং সেনা বা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে মৃত্যু যথাক্রমে ৬.৯ শতাংশ এবং ৮.৬ শতাংশ। এছাড়া সন্দেহজনক বা অজানা কারণে মৃত্যু হয়েছে ১২.৯শতাংশেরও।

এদিকে, ভোটের মুখে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বন্ধ করে দিল অন-অ্যারাইভাল ভিসা। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে জাতীয় সংসদের নির্বাচন। শুধু তাই নয়, সুষ্ঠু নির্বাচন এবং শান্তির স্বার্থে দেশে একলক্ষ সেনাও নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছেন বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

যাত্রিবাহী ট্রেনে ভেঙে পড়ল ক্রেন, হত ২২

ব্যাঙ্কক: বুধবার সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হল থাইল্যান্ডে। চলন্ত ট্রেনের উপর ভেঙে পড়ে একটি কনস্ট্রাকশন ক্রেন। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক থেকে ২৩০ কিমি দূরে নাখোন রাতচাসিমা প্রদেশের শিখিও জেলায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। ক্রেনের ধাক্কায় লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যাত্রিবাহী ওই ট্রেন। তাতে আগুনও ধরে যায়। জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কক থেকে দেশের উত্তর-পূর্বে যাচ্ছিল যাত্রিবাহী একটি ট্রেন। থাইল্যান্ডের নাখোন রাচাসিমা প্রদেশে চলন্ত সেই ট্রেনের উপর নির্মীয়মাণ হাইস্পিড রেল প্রকল্পের একটি বিশাল ক্রেন ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, জখম ৩০-এরও বেশি। ওই যাত্রিবাহী ট্রেনটিতে মোট ১৯৫ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ।

দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। থাইল্যান্ডের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, হাই-স্পিড রেল প্রকল্পে ব্যবহৃত ক্রেনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে হঠাৎই। ভেঙে পড়ে ট্রেনের উপর। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুরে আসুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর। এই তীর্থস্থানে চলছে মেলা। এই মুহূর্তে জমজমাট। শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ স্টেশনে নেমে যেতে হয়

কাছে দূরে

চকৌরির হাতছানি

স্বপ্নের দেশ চকৌরি। উত্তরাখণ্ডের পিথরাগড় জেলার ক্ষুদ্র শৈল শহর। কুমায়নের কোলে লুকানো রত্ন। এখানে রূপের পশরা সাজিয়ে বসেছে প্রকৃতি। নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলটিতে ছড়িয়ে রয়েছে অপার শান্তি। মন এবং শরীরের ক্লান্তি দূর করতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

উত্তরাখণ্ডের ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ চকৌরি। পিথরাগড় জেলার একটি ক্ষুদ্র শৈল শহর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। দূষণহীন নীল আকাশ। শ্বেতশুভ্র হিমালয় পর্বতমালা পরিবেষ্টিত। নিচে ওক, পাইন, দেওদারের জঙ্গল। অন্যদিকে বিস্তীর্ণ চা-বাগিচার পিছনে দুধসাদা হিমালয়ের সুউচ্চ প্রাচীর। এখানকার নিরালা প্রকৃতি এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মায়াবি রংবদল পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বাধ্য করে বার বার যেতে। সবমিলিয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। কুমায়নের কোলে লুকানো রত্ন। উচ্চতা ২০১০ মিটার।

চকৌরিকে স্থানীয়রা বলেন চকোরি। জায়গাটা এত সুন্দর শহর, যেন এক টুকরো স্বপ্নের দেশ। এখান থেকে নন্দাদেবী, নন্দাদেবী ইস্ট, নন্দাকোট, পানওয়ালিদ্বার, মাইকতোলি ইত্যাদি পর্বত শৃঙ্গ খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সূর্যোদয়ের সময় এই সব শৃঙ্গের নয়নাভিরাম দৃশ্য পার্থিব সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেয়। আশপাশের ছোট শহর এবং গ্রামগুলোও নিজের মতো করে সুন্দর। রূপের পশরা সাজিয়ে বসেছে।

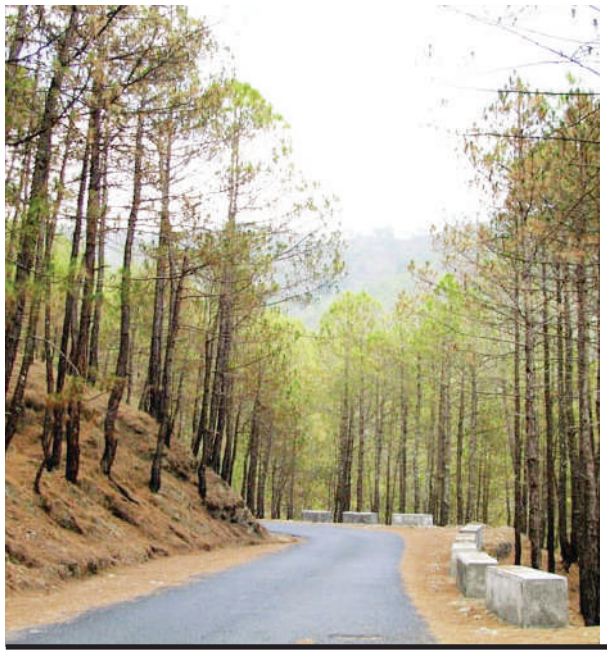

বাগেশ্বর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চকৌরি। কৌসানি থেকে দূরত্ব প্রায় ৮৫ কিলোমিটার। চাইলে আলমোড়া থেকেও যাওয়া যায়। গাড়িতে কৌশানি থেকে আলমোড়া হয়ে চৌকরি পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় চার ঘণ্টা। যেতে যেতে দু'চোখ ভরে উপভোগ করা যায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। যাওয়ার পথে গোলু চেতনা, বৈজনাথ, বাগেশ্বর, সোমেশ্বরের মতো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির পড়ে। অনেকে মনের ইচ্ছে জানিয়ে তা পূর্ণ হওয়ার আশায় ঘণ্টা বেঁধে দেন গোলু চেতনা দেবীর মন্দিরে। তাই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে চারিদিকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন আকারের ঘণ্টা।

শহুরে জীবনযাত্রা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন চকৌরি। রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি দোকান। আর রয়েছে খান পাঁচেক হোটেল। তৈরি হচ্ছে কয়েকটি রিসর্ট। তবে এখানে খুব বেশি মানুষ রাত্রিবাস করেন না। তবে রাত্রিবাস করলে হিমালয়ের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায়। তারাদের সমাহার দিনের সব ক্লান্তি কেড়ে নেয়। দরকার হয় না ল্যাম্পপোস্টের আলো। তারাদের আলোতেই আলোকিত হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ এলাকা। এমন দৃশ্য উত্তরাখণ্ডের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আলাদা করে এই জায়গায় তেমন কিছু নেই। এমনকি বিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা চা-বাগানগুলোও প্রায় মুছে যেতে বসেছে। নেই তথাকথিত সানসেট পয়েন্ট। নেই কোনও সাইটসিনের জায়গা। হিমালয়ের কোলে সূর্য অস্ত গেলেই চিতাবাঘের ভয়ে বাইরে বেরনোরও উপায় থাকে না। তবু চৌকরি বহু পর্যটকের পছন্দের জায়গা।

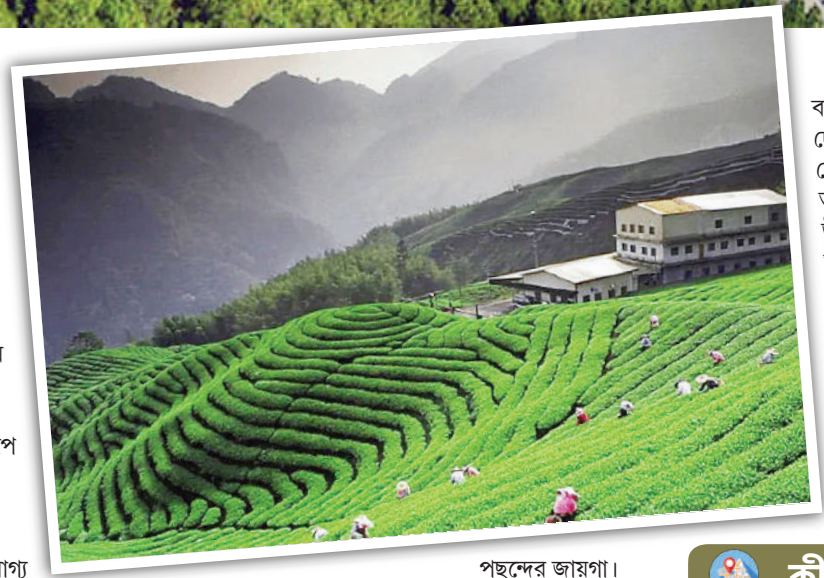

কারণ এই নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে অপার শান্তি, চিরসবুজ প্রকৃতির সঙ্গ লাভের সুযোগ। ভোরের নরম আলো, কিচিরমিচির পাখির ডাক মন ভালো করে দিতে পারে।

পুরনো চা-বাগানের রাস্তা এখনও কাঁচা-পাকা। এই রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে গেলেই নিচের দিকে রয়েছে গভীর জঙ্গল। তবে জঙ্গল শুরুর আগে রয়েছে এমন এক জায়গা, যেখান থেকে হিমালয়ের প্যানারামিক ভিউ দেখা যায়। এক দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নন্দাদেবী, অন্যদিকে পঞ্চচুল্লি। যেন অনন্ত মহাকাব্য লিখে রেখে গেছেন কোনও মহাকবি। প্রকৃতির মতো কবিতা আর কী আছে!

চকৌরি হল মেঘের দেশ। মাঝেমধ্যেই চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়। নামে অঝোরে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার পর ঝলমলিয়ে ওঠে চারদিক। তখন অনেকটা স্নান সারা যুবতীর মতো লাগে। সেই সৌন্দর্য মনের মণিকোঠায় আলাদা জায়গা করে নেয়। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দু'চোখ ভরে দেখা যায়, দূরে রাশি রাশি গিরিশৃঙ্গ, মাথায় বরফের সাদা মুকুট পরে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত। শ্বেতশুভ্র সাদা চূড়াগুলি থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। তাকালেই চোখের আরাম।

পাহাড় চূড়া থেকে নিচের বাড়িগুলো অনেকটা ছোট ছোট দেশলাইয়ের বাক্সের মতো লাগে। দেখতে দেখতে মনে হয় প্রকৃতি তার সমস্ত রহস্যময়তা ও সৃষ্টি উজাড় করে দিয়েছে আমাদের। আর আমরা ধ্বংস করে চলেছি ক্রমাগত। চকৌরির মতো পাহাড়ি অঞ্চলে কমপক্ষে দু'রাত কাটাতেই হবে। নাহলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বেড়ানো। হাতছানি দেয় চকৌরি? শীতের মরশুমে সপরিবারে ঘুরে আসুন। পেয়ে যাবেন বরফের দেখা।

কীভাবে যাবেন?

ট্রেন বা বিমানে দিল্লি। দিল্লি থেকে ট্রেন, বিমান অথবা সড়কপথে নৈনিতাল। পুরনো ও নতুন দিল্লি স্টেশন থেকে কাঠগোদাম পর্যন্ত ট্রেন আছে। দিল্লি থেকে সড়কপথে নৈনিতাল পৌঁছতে প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগে। নৈনিতালের কাছাকাছি বিমানবন্দর পান্তগড়। কাঠগোদাম থেকে গাড়ি নিয়ে পুরোটা ঘোরা ভাল।

কোথায় থাকবেন?

এখানে হোটেল সংখ্যা হাতে গোনা। তাই আগে থেকে বুকিং করে যাওয়াই ভাল। আশপাশের পর্যটনকেন্দ্রেও আছে কিছু হোটেল। থাকা খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। গাড়ি ও হোটেল বুকিংয়ের সময় সাম্প্রতিকতম দর জেনে নেবেন। মরশুম ভেদে এই দর ওঠানামা করে।

বিশ্বকাপের আগেই ফিট হয়ে উঠবেন, আত্মবিশ্বাসী জস হ্যাজলউড

চোট এত মারাত্মক তখন বুঝিনি : শ্রেয়স

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া সফরে গুরুতর চোট পাওয়া নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি জানিয়েছেন, প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হলেও, শুরুতে বুঝতে পারেননি চোট এতটা গুরুতর। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, সেটা জানতে পারেন।

সিডনিতে শ্রেয়সের চোটের সেই মুহূর্ত।

গত ২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজর এবং তলপেটে মারাত্মক চোট পান শ্রেয়স। যার জেরে তাঁর প্লীহা ছিঁড়ে যায় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়। শুরুতে শ্রেয়সে আইসিইউয়ে রেখেছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অস্ত্রোপচারও হয় তাঁর। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর শেষ পর্যন্ত ছাড়া পান ভারতীয় ক্রিকেটার।

শ্রেয়সের স্মৃতিচারণ, চোট লাগার পর মারাত্মক যন্ত্রণা হচ্ছিল। এতটাই যে সহ্য করতে পারছিলাম না। তবে তখনও বুঝিনি চোট এতটা গুরুতর। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসকদের কথা শুনে বুঝতে পারি চোটটা মারাত্মক। প্লীহা যে শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সেটাও আমার জানা ছিল না। হাসপাতালের ভর্তি হওয়ার পর প্রথম এই নামটা শুনি।

শ্রেয়স আরও বলেছেন, আমি খুব ছটফটে স্বভাবের। এক জায়গায় বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। কিন্তু এই চোট নিজেকে বদলাতে সাহায্য করেছে। হাসপাতালে যখন ভর্তি ছিলাম, তখন হাতে অঢেল সময় ছিল। সবকিছু যে তাড়াহুড়ো করে হয় না, সেটা বুঝতে পেরেছি। আমি এখন আগের থেকে অনেক বেশি শান্ত এবং রিল্যাক্সড।

মার্শদের বিশ্বকাপ মহড়া পাকিস্তানে

লাহোর, ১৪ জানুয়ারি : ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে পাকিস্তানে গিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের মহড়া বাবর আজমদের দেশে সেরেই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছবেন মিচেল মার্শ, প্যাট কামিন্সরা। কারণ, কলম্বোয় ১১ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই কাপ অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া। পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টি-২০ সিরিজের তিনটি ম্যাচই হবে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে। ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে ২৯, ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি। বুধবার পিসিবি জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া লাহোর পৌঁছবে সিরিজের প্রথম ম্যাচের একদিন আগে ২৮ জানুয়ারি। উপমহাদেশে বিশ্বকাপ। তাই পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে অস্ট্রেলিয়া। তিন অস্ট্রেলীয় তারকা কামিন্স, জস হ্যাজলউড এবং টিম ডেভিড রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। পাকিস্তান সিরিজে খেলে বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ফিটনেসের প্রমাণ দিতে পারবেন তাঁরা।

ম্যান সিটির অনায়াস জয়

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : নতুন ক্লাবের জার্সিতে গোল করেই চলেছেন অ্যান্টনি সেমেনিও। গত সপ্তাহেই বোর্নমাউথ থেকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন ঘানার স্ট্রাইকার। গত শনিবার এফএ কাপে ম্যান সিটির জার্সিতে গোলও করেছিলেন। এবার লিগ কাপেও গোল পেলেন সেমেনিও। ম্যান সিটিও সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে।

বিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে কোনও গোল করতে পারেনি ম্যান সিটি। যদিও ৫৩ মিনিটে সেমেনিওর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। এরপর সংযুক্ত সময়ের নবম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রায়াল শেরকি। সেমেনিও আরও একবার বল জালে জড়ালেও, অনেকটা সময় ধরে ভিএআর দেখার পর তা বাতিল করেন রেফারি।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৭ বছর পর, কোনও ফুটবলার ম্যান সিটির জার্সিতে নিজের প্রথম দু'টি ম্যাচেই গোল করেন। এই কৃতিত্ব ২০০৯ সালে করেছিলেন ইমানুয়েল আদেবায়োর। এবার সেই কৃতিত্বে ভাগ বসালেন সেমেনিও। উচ্ছ্বসিত ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার বলছেন, আমি

গোলের পর সেমেনিওকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস।

দারুণ খুশি। এই ক্লাবের পরিবেশটাই এমন যে, সেরা খেলাটা সহজেই বেরিয়ে আসে। সতীর্থরা সারাক্ষণ আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। কোচও খুব দ্রুত আপন করে নিয়েছেন। মনেই হচ্ছে না, সবে এখানে এসেছি।

এদিকে, প্রথম লেগ জিতে লিগ কাপের ফাইনালে ওঠার পথে এক বা বাড়িয়ে রাখল ম্যান সিটি। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠ ইতিহাদে ফিরতি লেগে নিউক্যাসলের মুখোমুখি হবে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

শীর্ষ বাছাই আলকারেজ ও সাবালেঙ্কা

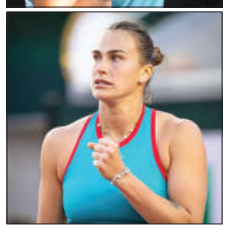

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। আর মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে পুরুষদের সিঙ্গলসের শীর্ষ বাছাইয়ের সম্মান পেলেন কার্লোস আলকারেজ। একইভাবে মেয়েদের শীর্ষ বাছাই হয়েছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। টুর্নামেন্টে ড্র ঘোষণা করা হবে বৃহস্পতিবার। বাকি তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম (ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং ইউএস ওপেন) দু'বার করে চ্যাম্পিয়ন হলেও, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব এখনও অধরা আলকারেজের। মেলবোর্ন পার্কে স্প্যানিশ তারকা যর সেরা পারফরম্যান্স, দু'বার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা। শেষ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার পেয়েছেন দ্বিতীয় বাছাইয়ের সম্মান। তৃতীয় বাছাই জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ। ১০ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ চতুর্থ বাছাই হয়েছেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বাছাই যথাক্রমে ইতালির লোরেঞ্জো মুসেত্তি ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি'মিনাউর। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের শীর্ষ বাছাই হয়েছেন দু'বারের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাছাই যথাক্রমে পোল্যান্ডের ইগা সুইয়াটেক ও আমেরিকার কোকো গফ। দু'জনের কেউই এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিততে পারেননি। চতুর্থ বাছাই আরেক মার্কিন খেলোয়াড় আমান্ডা আনিসিমোভা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাছাই হয়েছেন কাজাখস্তানের এলিনা রাইবাকিনা এবং আমেরিকার জেসিকা পেগুলা। এদিকে, শীর্ষ বাছাই হওয়ার সুবাদে তুলনামূলকভাবে সহজ ড্র পেতে পারেন আলকারেজ। ফাইনালের আগে তাঁর সঙ্গে সিনারের দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কোয়ার্টার ফাইনালে জকোভিচকে প্রতিপক্ষ হিসাবে পেতে পারেন আলকারেজ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নাটক

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : তিনি ভেবেছিলেন জিতেছেন। যেহেতু টাইব্রেকারের ফল দেখাচ্ছিল ৭-১ সেবাস্তিয়ান অফনারের অনুকূলে। আসলে ভুল করেছিলেন। গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্টের নিয়ম হল তোমাকে ১০ পয়েন্টে যেতেই হবে। অফনার নিশেষ বাসবরেড্ডির কাছে শুধু হেরে যাননি, ব্যঙ্গের মুখেও পড়েন। তিনি হেরেছেন ১৩-১১-তে। বাসবরেড্ডি পরে বলেছেন, আমি জানতাম ম্যাচের তখনও বাকি আছে। সুপার টাইব্রেকে সবসময় ম্যাচে ফেরার সুযোগ থাকে। অফনারকে দেখে মনে হচ্ছিল টেনশনে আছে। বল পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রত্যেকটা র‍্যালি যুদ্ধের মতো হচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বাছাই পর্বের ম্যাচ। একসময় ফল ছিল ৬-৬। জিততে দুই পয়েন্টে এগিয়ে থাকতে হত কাউকে। সুপার ম্যাচ টাই ব্রেক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এসেছে ২০১৯-এ। জয়ের সেলিব্রেশন শুরু করে অফনার বঝতে পারেন যে তিনি আসলে জেতেননি। ততক্ষণে উল্টো কোর্ট থেকে তাঁকে ইশারায় ব্যঙ্গ করতে থাকেন বাসবরেড্ডি।

যুব বিশ্বকাপে আজ ভারত-আমেরিকা

শুরু থেকেই নজরে বৈভব

বুলাওয়াও, ১৪ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ১৬তম সংস্করণ। এবারের যুব বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া। গত ১৫ বারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের মিশনে বৈভব সূর্যবংশীদের প্রথম প্রতিপক্ষ আমেরিকা। জিম্বাবোয়ের বুলাওয়াওতে ম্যাচ। গ্রুপে ভারতের বাকি দুই প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ।

বিশ্বকাপে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে বৈভব। ১৪ বছরের বিস্ময় বালকের বিস্ফোরক ব্যাটিং থামানোর পরীক্ষা আমেরিকার অনভিজ্ঞ বোলারদের। গত সপ্তাহেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম দুই ওয়ান ডে-তেই ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভারতকে জিতিয়েছে। বিশ্বকাপে বৈভব নামছে ফর্ম সঙ্গে নিয়ে।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকেই আন্তর্জাতিক সুপারস্টার হয়ে ওঠেছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ, শুভমন গিলরা। একই পথে বৈভবও। ভারতীয় ওয়ান্ডারকিডের সঙ্গে নজর থাকবে অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে, বিহান মালহোত্রা, অ্যারন জর্জ, অভিজ্ঞান কুণ্ডুদের দিকে। বুলাওয়াওতে কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে বৈভবদের খেলা। চিরাচরিত রানের উইকেট। টসে জিতে যে কোনও অধিনায়ক চোখ বুজে শুরুতেই ব্যাটিং নিতে চায় এই উইকেটে। আমেরিকার মতো প্রতিপক্ষকে শুরুতেই উড়িয়ে দাপটে বিশ্বকাপ শুরু করতে চাইবে যুব ভারত।

প্রথম কোচের সঙ্গে নীরজ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : জান জেলেজনির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নীরজ চোপড়া ফিরছেন তাঁর প্রথম কোচের কাছে। তাঁর প্রতিভাকে প্রথম সামনে আনেন জয় চৌধুরী। পানিপথে প্রতিশ্রুতিমান অ্যাথলিটদের প্রশিক্ষণ দেন তিনি। নীরজের টিমে পরামর্শদাতা হিসেবে ফিরছেন জয়। কোচিং ছাড়াও নীরজকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়াই তাঁর প্রথম কাজ হবে। নতুন পরামর্শদাতা ঠিক করার আগে প্রথম কোচের কাছে নিজেকে তৈরি করবেন নীরজ। গত বছর চোট নিয়েও টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু পদক আসেনি। চোট সারিয়ে ট্র্যাকে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন নীরজ। জেলেজনির তত্ত্বাবধানেই এতদিন রিহ্যাব প্রক্রিয়া চলছিল নীরজের। কোচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নীরজ বলেছিলেন, জানের সঙ্গে কাজ করে চোখ খুলে গিয়েছে। অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যেভাবে তিনি টেকনিক, ছন্দ এবং শরীরের নড়াচড়ার দিকে নজর দেন, তা অবিশ্বাস্য। প্রতিটি সেশন থেকে অনেক শিখেছি। আমাদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের মেন্টর হলেন ওয়াহাব রিয়াজ

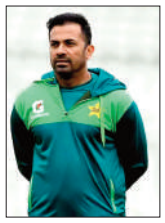

মাঠে ময়দানে

15 January, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

জাতীয় স্কুল জিমন্যাস্টিক্স শুরু বাংলায়

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে কলকাতায় শুরু হল ৬৯তম জাতীয় স্কুল জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা। সল্টলেক আইবি গ্রাউন্ডে এদিন প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। আয়োজনে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়া শাখার পরিচালনায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতায়। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের বিশেষ সচিব এবং ডিরেক্টর (অতিরিক্ত) সুরজিৎ রায়। অনূর্ধ্ব ১৪, ১৭ ও ১৯ বালক এবং বালিকা বিভাগের এই প্রতিযোগিতা চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। সারা দেশের রাজ্যগুলির স্কুল এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দল-সহ মোট ৩১ ইউনিট অংশগ্রহণ করছে। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ (অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট) অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, উপ-অধিকর্তা গৌরাঙ্গ মণ্ডল, শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়া শাখা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল প্রমুখ।

ড্রয়েও শীর্ষে হাওড়া-হুগলি

প্রতিবেদন : বুধবার বেঙ্গল সুপার লিগে মুখোমুখি হয়েছিল হোসে ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ও জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ১-১ ড্র হয়েছে। যদিও ড্র করলেও, ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বর জায়গা ধরে রাখল হাওড়া-হুগলি। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রয়্যাল সিটি। খেলার শুরু ৭ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল হাওড়া-হুগলি। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার পাওলো। তবে বিরতির আগেই ১-১ করে ফেলেছিল রয়্যাল সিটি। ৩৫ মিনিটে জোটার গোলে সমতা ফেরায় তারা।

প্রথম জয় পেল দিল্লি

দিল্লি ক্যাপিটালস ১৫৮-৩ (২০ ওভার)
ইউপি ওয়ারিয়র্স ১৫৪-৮ (২০ ওভার)

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : এবারের মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লুপিএল) প্রথম জয় দিল্লি ক্যাপিটালসের। তবে নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নিজেদের সমর্থকদের সামনে জয় উপভোগ করতে পারলেন না শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজরা। মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনের কারণে স্থানীয় প্রশাসন পুলিশি নিরাপত্তা দিতে না পারায় ডিওয়াই পাতিলে দুটি ম্যাচ দর্শকশূন্য মাঠে খেলতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের। বুধবার ম্যাচে লেজলি লি ও শেফালির জুটিতে ভাল জায়গায় থেকেও ইউপি-র বোলারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হল দিল্লিকে। শেষ বলে চার মেরে দিল্লিকে ৭ উইকেটে জয় এনে দিলেন লরা উলভার্ট। অন্যদিকে, হারের হ্যাটট্রিকে তিন ম্যাচ পরেও জয়হীন দীপ্তি শর্মাদের ইউপি ওয়ারিয়র্স।

টসে জিতে ইউপিকে ব্যাট করতে পাঠান দিল্লির অধিনায়ক জেমাইমা। প্রথম ওভারেই কিরণ নাভগিরকে (০) ফিরিয়ে দেন মারিজানে কাপ। কিন্তু অধিনায়ক মেগ ল্যানিং ও ফোব লিচফিল্ডের জুটিতে পাল্টা জবাব দিয়ে লড়াইয়ে ফেরে ইউবি। লিচফিল্ডকে (২৭) স্নেহ রানা ফিরিয়ে দিল্লিকে স্বস্তি দিলেও মেগ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চালিয়ে যান। মেগ ও হার্লিনের ব্যাটে লড়াই করার মতো স্কোরে পৌঁছয় ইউপি। নন্দিনী শর্মার বলে মেগ (৩৮ বলে ৫৪) আউট হওয়ার পর টিমের কৌশলগত কারণে 'রিটায়ার্ড আউট' হন হার্লিন। ভারতীয় ব্যাটার মাত্র ৩৬ বলে ৪৭ রান করেন। কিন্তু ইউপি ওয়ারিয়র্সের এই ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত দলের কাজে আসেনি। মেগ ও হার্লিন ফেরার পর পর উইকেট হারিয়ে ১৫২-৮ স্কোরে থেমে যায় ইউপির ইনিংস। বল হাতে ২ উইকেট শেফালির।

লি ও শেফালির জুটি দিল্লির জয়ের ভিত গড়ে দেয়।

জবাবে আগ্রাসী শুরু করে দিল্লি। ওপেনিংয়ে শেফালি ভার্মা ও লিজলে লি-র ঝোড়ো ব্যাটিংই প্রথম দশ ওভারেই দলের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয়। সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন লি। দুজনের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৯৪ রান। ১২তম ওভারে শেফালিকে (৩২ বলে ৩৬) আউট করেন ইউপি-র স্পিনার আশা শোভনা। তবে কৃতিত্ব অনেকটাই দীপ্তি শর্মার। শরীর ছুঁড়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ১৫তম ওভারে লি (৪৪ বলে ৬৭) ফিরলেও দিল্লির জয়টা যখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা মনে হচ্ছিল, তখন ১৯তম ওভারে জেমাইমার (১৪ বলে ২১) উইকেট নিয়ে ইউপির আশা জাগিয়েছিলেন দীপ্তি। কিন্তু স্নায়ুর চাপ সামলে শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দিল্লিকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দেন উলভার্ট (২৪ বলে ২৫)।

ক্লাবগুলির উত্তরের অপেক্ষায় ফেডারেশন

প্রতিবেদন : আইএসএল পরিচালনার জন্য দ্বিস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদন করে ২২ সদস্যের গভর্নিং কাউন্সিল এবং ১১ সদস্যের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ক্লাবগুলিও তা প্রাথমিকভাবে মেনে নিয়েছে। যেখানে লিগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির সঙ্গে ফেডারেশনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। ক্লাবগুলিকে দিন তিনেকের মধ্যে জানাতে হবে তাদের কোন পাঁচজন প্রতিনিধি সিওও (চিফ অপারেটিং অফিসার) হিসেবে গভর্নিং কাউন্সিলে থাকবেন। মূল এই কমিটিতে ক্লাবগুলির দাপট থাকলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে ফেডারেশনের 'ভেটো' দেওয়ার অধিকার থাকবে। ক্লাবগুলির চূড়ান্ত সম্মতি এবং তাদের প্রতিনিধির নাম পাঠানোর অপেক্ষায় ফেডারেশন।

ইতিমধ্যেই দু'পক্ষের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ১৪টি ক্লাবেরই একজন করে প্রতিনিধি থাকবে গভর্নিং কাউন্সিলে। কিন্তু ক্লাবগুলিকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বেছে নিতে হবে পাঁচজন প্রতিনিধিকে। যার মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ও রানার্স বেঙ্গালুরু এফসি-র প্রতিনিধি থাকবেন। বাকি তিনজন প্রতিনিধি ঠিক করে ফেডারেশনকে জানাতে হবে ক্লাবগুলিকে। ক্লাবের সেই পাঁচ প্রতিনিধি সিওও হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। ফেডারেশনের এক কর্তা বললেন, গভর্নিং কাউন্সিল ও ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এবার ক্লাবগুলি আমাদের জানাক, তাদের প্রতিনিধি কারা হবে দুই কমিটিতে। ক্লাব জোটের পাঁচজন প্রতিনিধি 'সিওও' হিসেবে থাকবে। তাদের নাম পাঠানোর পরই আমরা কমিটি গড়তে পারব। ২১ বছরের দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপও আমরা ক্লাবদের পাঠিয়েছি। ওরা উত্তর দিলেই আমরা সূচি তৈরিতে হাত দেব। তার মধ্যে এএফসি-র উত্তরও পেয়ে যেতে পারি।

হিরোশি-বিদায় ইস্টবেঙ্গলে

প্রতিবেদন : ক্লাবের সরকারি ঘোষণার আগেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়লেন হিরোশি ইবুসুকি। সুপার কাপ ফাইনালে জাপানি ফরোয়ার্ডের শোচনীয় পারফরম্যান্সের পরই তাঁর প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছিল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের। হিরোশিকে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। কয়েকদিন আগেই অনুশীলনে এসে সতীর্থদের ধন্যবাদ দিয়ে যান হিরোশি। ক্লাব সতীর্থদের নৈশভোজেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জাপানি। বুধবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ফ্যান পেজের 'থ্যাঙ্ক ইউ' পোস্ট পুনরায় শেয়ার করেন হিরোশি। সেই সঙ্গে পোস্ট করেন বিমানের ছবিও। তার আগে আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থায় এবং ক্লাব ম্যানেজমেন্টের অনাস্থায় ইস্টবেঙ্গল ছেড়েছিলেন মরোক্কান ফরোয়ার্ড হামিদ আহদাদও। মোহনবাগান শিবিরে অবশ্য ফুরফুরে মেজাজ। অস্বস্তি শুধু ব্রাজিলীয় তারকা রবসন রোবিনহোর অসুস্থতা। তিনি অনুশীলনে রিহ্যাব করছেন। ১৭ জানুয়ারি বিধাননগর পুরসভা অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান।

ইডেনে ফের বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু

প্রতিবেদন : ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না চাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ। আইসিসি-র চাপের কাছেও তারা অবস্থান বদলাতে রাজি নয়। তবু মঙ্গলবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে আইসিসি ও বিসিবি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে সম্মত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লিটন দাসরা ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে আসবেন কি না, তা নিয়ে জটিলতা না কাটলেও ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেমে নেই। বুধবার নতুন করে ইডেনে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়। সঙ্গে ১ মার্চের সুপার এইট ম্যাচ এবং আরও দু'টি খেলার টিকিটও ছাড়া হয়। সিএবি-র সোশ্যাল মিডিয়া পেজে তার বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়। সিএবি-র পেজে লিঙ্কও দেওয়া হয়।

ইডেনে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে ৭, ৯, ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি এবং ইংল্যান্ড। বাংলাদেশের ম্যাচ ছাড়াও এদিন ইডেনে ১৬ ফেব্রুয়ারির ইংল্যান্ড-ইতালি, ১৯ ফেব্রুয়ারির ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইতালি এবং ১ মার্চ সুপার এইটে সম্ভাব্য ভারতের ম্যাচেরও টিকিট বিক্রি শুরু হয়।

ফের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, আইসিসি কোনও ভাবেই বিসিবি-র দাবি মেনে নেবে না। অর্থাৎ ভারত থেকে ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিয়ে যাবে না। আইসিসি-র অনুরোধ দু'বার নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ বোর্ড। দু'দিন আগেও দু'পক্ষের বৈঠকে নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে বিসিবি আরও একবার জানিয়ে দিয়েছে, তারা বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না। আইসিসি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করলেও তারা অবস্থান বদলায়নি।

ব্যাডমিন্টনের জায়গাই নয় দিল্লি, তোপ অ্যান্টনসেনের

ইন্ডিয়া ওপেনের শুরুতেই বিদায় সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার দিল্লির দূষণ এবং ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে তোপ দেগেছিলেন ডেনমার্কের তারকা শাটলার মিয়া ব্লিকফেল্ট। বুধবার এই ইস্যুতে সরব হলেন বিশ্বের দু'নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেন।

এই নিয়ে টানা তিন বছর ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম তুলে নিয়েছেন অ্যান্টনসেন। তাঁর বক্তব্য, অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন, কেন টানা তিন বছর আমি নাম প্রত্যাহার করলাম। এর কারণ দিল্লির মারাত্মক দূষণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বছরের শুরুতে দিল্লিতে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা উচিত নয়। বরং গ্রীষ্মকালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় পরিবেশ অনেকটা ভাল হবে। নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াতে আমাকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে।

এর পাল্টা দিয়েছেন ভারতীয় শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তিনি বলেছেন, দূষণ নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, আমি তার সঙ্গে একমত নই। যথেষ্ট ভাল পরিবেশে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। ২০১৬-১৭ সালে ডেনমার্কে খেলার সময় ম্যাচের মাঝখানে পাওয়ার কাটের জন্য আমাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রণয়কে এই কারণে দু'দিনে দুটো গেম খেলতে হয়েছিল।

এদিকে, ইন্ডিয়া ওপেনের শুরুতেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু! বুধবার মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে ভিয়েতনামের নগুয়েন থুই লিনের বিরুদ্ধে ২২-২০, ১২-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। ম্যাচের পর হতাশ সিন্ধুর প্রতিক্রিয়া, দিনটা আমার ছিল না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও খুব ভাল খেলেছে। ম্যাচের মোক্ষম সময়ে আমি এমন কিছু ভুল করেছি, যার খেসারত দিতে হল ম্যাচ হেরে। তবে পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়েছেন সাত্ত্বিকসাই রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে থারুন মান্নেপাল্লিকে ১৫-২১, ২১-৬, ২১-১৯ গেমে হারিয়েছেন শ্রীকান্ত। আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয়ও প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন।

আয়ুষ বাদোনির নির্বাচন নিয়ে নির্বাচকদের তোপ কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের

ইয়ং, মিচেলের ব্যাটে সমতায় সিরিজ

রাহুলের মুখে আঙুল। সেঞ্চুরির পর মনে করালেন সন্তানকে। বুধবার রাজকোটে।

ভারত ২৮৪-৭ (৫০ ওভার)
নিউজিল্যান্ড ২৮৬/৩ (৪৭.৩ ওভার)

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : উইল ইয়ং যখন ৮৭ করে ফিরে গেলেন, মনে হচ্ছিল এবার ভারত ম্যাচে ফিরলে ফিরতেও পারে। ৩৮ ওভারে নিউজিল্যান্ড তখন ২০৮/৩। তার আগে ১৬২ রানের পার্টনারশিপ হয়ে গিয়েছে ইয়ং ও ড্যারেল মিচেলের মধ্যে। শেষমেশ এই মিচেলের হাত ধরেই রাজকোটে নিউজিল্যান্ড শুধু ৭ উইকেটে জেতেনি, সিরিজও ১-১ সমতায় ফিরিয়ে আনল।

ভারতকে পেলেই বিধ্বংসী চেহারা নেয় মিচেলের ব্যাট। এদিন শুধু ১১৭ বলে ১৩১ নট আউট থাকলেন না, ভারতীয় বোলিংকে কার্যত নির্বিষ করে ছাড়লেন। তা না হলে ৪৬ রানের মধ্যে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের। এখান থেকে ম্যাচের চেহারা ঘুরিয়ে দেন মিচেল। অবশ্য ইয়ংকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। বলা দরকার শুভমনের দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের কথাও। শেষে ৩২ রানে নট আউট থেকে যান গ্লেন ফিলিপস। ক্যাচ পড়া আর পায়ের তলা দিয়ে বল গলানো পাল্লা দিয়ে চলেছে। রোহিত, জাদেজার মতো সেফ ফিল্ডারদের যদি এই হাল হয় তাহলে জয় আসবে কী করে! এই হারে একজনের সেঞ্চুরি মাটি হল। কেএল রাহুল। টপ অর্ডার যখন লাইন দিয়ে ফিরল, তখন তিনি ৯২ বলের ইনিংসে লড়াই চালিয়ে যান। কিন্তু বোলাররা এদিন দল ও তাঁকে একসঙ্গে ডুবিয়েছে।

রোহিত আর শুভমন মিলে ৭০ রান তুলে ফেলার পর মনে হচ্ছিল ভারত বরোদা মাচের মতোই ব্যাট করবে। ওখানে তিনশো তাড়া করে তুলে দিয়েছিলেন বিরাট ও শ্রেয়স। কিন্তু চার উইকেট চলে গেল ৪৮ রানের মধ্যে। রাজকোটের উইকেট পাটাই। কিন্তু মাঝেমধ্যে স্লো হয়েছে। কিন্তু খেলার মতো ছিল না। তবু পরপর ফিরে গেলেন রোহিত (২৪), শুভমন (৫৬), বিরাট (২৩) ও শ্রেয়স (৮)। বিরাট বাদে প্রথম তিন উইকেটই গেল ব্যাটারদের হঠকারিতায়। বোলারদের বিশেষ কিছু করতে হয়নি।

আসলে অ্যাভেঞ্জার-প্রেমী ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য ইনিংস প্রথম দিকে জমেনি। পরে রাহুল অপরাজিত ১১২ করে পরিস্থিতি সামলেছেন। সেট হয়েও রোহিত আগের ম্যাচের মতো এখানে দুম করে আউট হয়ে গেলেন। বিরাট কোহলি যে ইনসাইড আউট শটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান তোলেন, সেটাই বুধবার করতে গিয়েছিলেন হিটম্যান। সাধারণত তিনি বোলারের মাথার উপর দিয়ে বা মিড অফের উপরে পুরো শক্তিতে উঁচু শট খেলেন। কিন্তু এদিন ক্লার্কের বলে ইনসাইড আউট খেলায় উঁচু ক্যাচ চলে গেল কভার আর এক্সট্রা কভারের মাঝে। পুরো শক্তি ছিল না। তা না হলে রোহিতের শট বাউন্ডারির বাইরেই যেত।

শুভমন ৪৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু এই রান আরও দূরে নিয়ে যেতে পারেননি। কাইল জেমিসনের শর্ট বলে শর্ট আর্ম পুল মারতে গিয়ে উইকেট দিয়ে যান ৫৬ রানে। এই শর্ট বল নিয়ে সমস্যা লেগেই আছে অধিনায়কের। এরপর বিরাট ও শ্রেয়স যখন ইনিংস মেরামতির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখনই শ্রেয়স ক্লার্কের বলে ক্যাচ দিয়ে গেলেন ব্রেসওয়েলের হাতে। বিরাট আগের দিনের মতোই রোহিতের আউটের পর তুমুল হর্ষধনির মধ্যে নেমেছিলেন। কিন্তু ক্লার্কের বলের বাউন্স ধরতে পারেননি। বল তাঁর ব্যাটে লেগে উইকেট ভেঙে দেয়।

ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ক তেমন পরিচিত মুখ নন। অনেকেই এই সিরিজে নেই বলে সুযোগ পেয়েছেন। সুযোগটা ভাল কাজে লাগালেন টপ অর্ডারে রোহিত, বিরাট, শ্রেয়সের উইকেট নিয়ে। বিরাট আউট হওয়ার পর রাহুল ও জাদেজা মিলে ৭৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। কিন্তু জাদেজা যখন ২৭ রান করে মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, তখন ব্রেসওয়েলকে উইকেট দিয়ে যান। উইকেট মাঝেমধ্যে যে বাউন্সের যে সমস্যা, তার আরেকটা উদাহরণ এটা। উল্টোদিকে রাহুল অবশ্য ২২ গজে অচঞ্চল থেকে থাকা যান।

এদিন টসে হেরে ভারতকে আগে ব্যাট করতে হল। কিন্তু শুভমন বললেন, আমরা জিতলে আগে ব্যাটই করতাম। অর্শদীপকে আবার বাইরে রাখা হল। প্রসিধ কৃষ্ণ কোথায় তাঁর থেকে ভাল করলেন কে জানে! তাছাড়া এই উইকেটের পরের দিকে স্লো হয়ে আসার ইতিহাস আছে। তবু জাদেজা ও কুলদীপের পাশে বাড়তি স্পিনার খেলানোর ঝুঁকি নেননি শুভমনরা। তবে টপ অর্ডারে দ্রুতচার উইকেট চলে যাওয়ার পরও ভারত যে ২৮৪-৭ পর্যন্ত গেল, সেটা রাহুলের জন্য। তিনি একদিনের ক্রিকেটে আট নম্বর সেঞ্চুরি পেলেন ফুলক্সকে ছক্কা মেরে। শেষপর্যন্ত রাহুল নট আউট থেকে যান ১১২ রানে। ৯২ বলে ১১টি চার ও ১টি ছক্কা। ৫৬ রানে ৩ উইকেট ক্লার্কের।

ইংল্যান্ডকে কাগুজে বাঘ, বললেন সানি

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১-৪ সিরিজ হারের পর ক্রিকেট দুনিয়ায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে ইংল্যান্ড। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামকে সরানোর দাবিতে সরব জিওফ্রে বয়কটের মতো প্রাক্তনরা। ম্যাকালামের প্রশিক্ষণে টেস্টে 'বাজবল' ক্রিকেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যে কোনও উইকেটে বাজবল ঘরনার ক্রিকেটে দ্রুত রান তোলা যে সম্ভব নয়, তা এখন বুঝতে পারছেন হ্যারি ব্রুকরা। কিন্তু নিজেদের বক্তব্যের মাধ্যমে ম্যাকালাম এবং অধিনায়ক বেন স্টোকস প্রমাণ করে চলেছেন, এই ঘরানাতেই সফল হওয়া সম্ভব। যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ভারতের ব্যাটিং কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ইংল্যান্ডকে 'কাগজের বাঘ' বলে বিঁধলেন তিনি। এবারের অ্যাশেজে ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একটি মাত্র টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড। এটাই গোটা সিরিজে একমাত্র প্রাপ্তি স্টোকসদের। কিন্তু তার আগেই অ্যাশেজ নিজেদের ঘরেই নিশ্চিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। যা নিয়ে গাভাসকর নিজের কলামে লিখেছেন, যে কোনও খেলাতেই ইংল্যান্ড শেষমেশ খুব একটা কিছু করতে পারে না। ওদের নিয়ে চর্চা অনেক হয়। কিন্তু শেষে দেখা যায়, ইংল্যান্ড আসলে 'কাগজের বাঘ'। মাঠে নেমে খুব একটা কিছু করতে পারে না। গাভাসকর আরও লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৪ ব্যবধানে ইংল্যান্ডের আত্মসমর্পণ অ-ইংরেজদের জন্য সত্যিই অবাক করার মতো কিছু ছিল না। সফরকারী দলগুলির কাছে যে কোনও জায়গায়, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে টেস্ট সিরিজ জেতা অত্যন্ত কঠিন। তবে ভারত নিজেরাই সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বিশ্রীভাবে হেরেছিল।

ঘুরিয়ে বোলারদেরই তির শুভমনের

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : মিডল ওভারে উইকেট দরকার ছিল। সেটা নিতে পারেননি বোলাররা। রানটাও শেষমেশ একটু কম হয় গেল। রাজকোটে ৭ উইকেটে হারের পর এমনই মনে হল শুভমন গিলের।

খেলার পর শুভমন বলছিলেন, একসময় মনে হয়েছিল ২৮৪ ভদ্রস্থ রান। কিন্তু পরে মনে হল আর ১৫-২০ রান হলে ভাল হত। তবে এতেও হয়তো যেটা যেত যদি মিডল ওভারে কয়েকটা উইকেট তুলে নেওয়া যেত। ভারতীয় বোলাররা এদিন সেটা পারেননি। শুভমন বলছিলেন, প্রথম কয়েকটি ওভারে উইকেট ভাল গিয়েছে। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ ওভারের পর থেকে একদম পাটা হয়ে যায়। তাঁদের ব্যাটিংয়ের সময় তাঁর আর বিরাটের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা বাস্তবের মুখ দেখেনি। অধিনায়কের বক্তব্য হল পার্টনারশিপ হলে অন্তত একজনকে রান করতে হয়। তাঁদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। শুভমনের আরও মনে হয়েছে রাজকোটের উইকেটে এদিন মাঝেমাঝে ব্যাট করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু কুলদীপের জন্য আলাদা কোনও প্ল্যান নিয়ে নেমেছিলেন। তার দরকার ছিল না, কারণ তাঁর মতে জাদেজাও দারুণ স্পিনার। আগের ম্যাচে তিনশো করার পর ইয়ং বুঝেছিলেন ঠিকঠাক ব্যাট করতে পারলে এখানে ভারতের রান তুলে দেওয়া সম্ভব। কিউই অধিনায়ক ব্রেসওয়েল পরে যোগ করলেন, এটা তাঁদের কমপ্লিট পারফরম্যান্স। ইয়ং ও মিচেল যে জয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন, সেটাও ঘোষণা করে যান তিনি।

জয়ের পর ম্যাচের সেরা মিচেল।

নিউজিল্যান্ড ভাল ব্যাট করেছে। নিউজিল্যান্ড ইনিংসের প্রথম ১০ ওভারে ভারত ভালই যাচ্ছিল। পরে ইয়ং আর মিচেল ম্যাচটা ধরে নেন। শুভমন মেনে নিলেন, ওরা ভাল ব্যাট করেছে। আর দলের সেরা ফিল্ডারদের খারাপ ফিল্ডিং যে এদিন তাঁদের চাপে ফেলেছিল, সেটাও মেনে নিয়েছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের জয়ের অন্যতম নায়ক ইয়ং এদিন ম্যাচের সেরা হন। তিনি বললেন, মিচেলের সঙ্গে তাঁর পার্টনারশিপ যে শেষপর্যন্ত দলকে জয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছে তাতেই তিনি খুশি। এমন নয় যে তাঁরা

রোহিতকে টপকে একে ফের বিরাট

দুবাই, ১৪ জানুয়ারি : দুরন্ত ফর্মে থাকার পুরস্কার। পাঁচ বছরের খরা কাটিয়ে আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকার এক নম্বরে ফিরলেন বিরাট কোহলি। শেষবার তিনি শীর্ষে ছিলেন ২০২১ সালের জুলাইয়ে। কিন্তু সেই বছরেরই ২ এপ্রিল সিংহাসনচ্যুত হন।

তবে গত বছর দীর্ঘ বিরতির পর পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে ফিরেই দারুণ ফর্মে রয়েছেন। শেষ পাঁচটি ওয়ান ডে ইনিংসে (রাজকোট ম্যাচের আগে পর্যন্ত) বিরাটের রান যথাক্রমে--৭৪, ১৩৫, ১০২, ৬৫ এবং ৯৩! এহেন পারফরম্যান্সের পর রোহিত শর্মাকে টপকে বিরাটের শীর্ষে উঠে আসা ছিল শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এদিকে, দু'ধাপ পিছিয়ে তিন নম্বরে নেমে গিয়েছিলেন রোহিত। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। রো-কো ছাড়া ওয়ান ডে ব্যাটারদের প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয়। শুভমন গিল পাঁচে এবং শ্রেয়স আইয়ার দশম স্থানে। এক ধাপ এগিয়ে ১১তম স্থানে উঠে এসেছেন কে এল রাহুল।